ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 February, 2021 ■ আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২১ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কৃষি আইন বাতিল ইস্যুতে অনড় কৃষকরা চাইছেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা

নয়াদিল্লী, ৩ ফেব্রুয়ারি।। "কানুন ওয়াপসি নহি, তো ঘর ওয়াপসি নহি", এই স্লোগানে ঝড় তুলে কৃষক নেতারা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিন কৃষি আইন বাতিল ইস্যুতে তাঁরা অনড়। নিজেদের দাবি থেকে যে তাঁরা একচুলও সরছেন না, বুধবার হরিয়ানার জিন্দে কৃষক নেতাদের মহাপঞ্চায়েত সভাতেও তা স্পষ্ট করে দিলেন কৃষক নেতারা। সেই সঙ্গে পাঁচটি প্রস্তাব পেশ করলেন তাঁরা। একইসঙ্গে কৃষক ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও আহ্বান জানালেন তাঁরা।

এদিন মহাপঞ্চায়েতে যে পাঁচটি প্রস্তাব পেশ করা হয়, সেগুলি হল- তিন কৃষি আইন বাতিল, সাংবিধানিক গ্যারান্টি, স্বামীনাথন রিপোর্টের বাস্তবায়ন, ২৬ জানুয়ারি লালকেল্লায় হামলার ঘটনায় কৃষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার এবং কৃষক নেতাদের সঙ্গে মোদী-শাহের আলোচনা। ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের মুখপাত্র রাকেশ টিকাইত বলেন, সরকারের সঙ্গে ফের আলোচনা শুরু করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে সংযুক্ত কিষান ইউনিয়ন।

অন্যদিকে, এদিন হরিয়ানার জিন্দ এলাকায় কৃষকদের "মহাপঞ্চায়েতে"র সভামঞ্চ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। মঞ্চ থেকে পড়ে যান ভারতীয় কিষান ইউনিয়নেব মুখপাত্র রাকেশ টিকাইত সহ কয়েকজন কৃষক নেতা। সভায় বিপুল জমায়েত হয়েছিল। ভিড়ের চাপেই ভেঙে পড়ে সভামঞ্চ। তবে কেউ আহত হননি বলেই জানা গিয়েছে। একটি ভিডিও-তে দেখা যায়, সভামঞ্চে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন রাকেশ। সেই সময়ই আচমকা ভেঙে পড়ে মঞ্চ। এ ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় সভাস্থলে। মঙ্গলবার সিংঘু সীমানায় কৃষকদের উদ্দেশ্যে রাকেশ টিকাইত বলেছিলেন, "আমাদের স্লোগান কানুন ওয়াপসি নহি তো ঘর ওয়াপসি নহি"। অন্যদিকে, বিরোধী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লালকেল্লার ঘটনায় তদন্ত কমিশন গড়ার আবেদনে গুরুত্ব দিল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লী, ৩ ফেব্রুয়ারি।। কৃষকদের ট্র্যাক্টর মিছিলে হিংসা ছড়ানোর ঘটনায় আলাদা করে তদন্ত কমিশন গঠনের প্রয়োজন নেই বলে জানাল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে বলেন, "এ ব্যাপারে সরকার যে পদক্ষেপ করেছে তা-ই যথেষ্ট। আমরা এতে হস্তক্ষেপ করব না।"

সাধারণতন্ত্র দিবসে লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন এবং পুলিশের সঙ্গে কৃষকদের খণ্ডযুদ্ধের ঘটনাটিকে অন্তর্ঘাত বলে দাবি করে সুপ্রিম কোর্টের কাছে তদন্ত কমিশন গড়ার আর্জি জানিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি। সুপ্রিম কোর্টের কোনও প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিশন গড়ার কথা বলেছিলেন তিনি। একই ধরনের আরও বেশ কিছু আবেদন জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে। বুধবার সেই আবেদনগুলিকে ফিরিয়ে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ, "এ ব্যাপারে সরকারের কাছে আবেদন করুন।" প্রধান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রু শরণার্থী শিবিরের ১১ জন নাবালিকা উদ্ধার আগরতলায় পুলিশের জালে আটক দালাল

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। কাজের সন্ধানে আগরতলায় এসে পুলিশ ও চাইল্ড লাইনের কর্মীদের হাতে ধরা পড়েছে ১১ নাবালিকা। তারা সকলেই কাঞ্চনপুর ব্রু শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দা। এক ব্যক্তি তাদের কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আগরতলায় এনেছিলেন। পুলিশ তাকেও আটক করেছে। ইতিমধ্যে তিন নাবালিকাকে কাজের জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে দুজনকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলর অলিভিয়া নাহা বলেন, আজ চন্দ্রপুর আইএসবিটি-তে কয়েকজন নাবালিকাকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয় জনগণ আমাদের খবর দেন। তাঁরা পূর্ব আগরতলা থানায়ও খবর দিয়েছিলেন। সেই খবরের ভিত্তিতে আইএসবিটি-তে গিয়ে ১১ জন নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের এখন আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হবে। একইসাথে তাদের অভিভাবকদের সাথেও যোগাযোগ করা হবে।

চাইল্ড লাইনের সদস্যা সংগীতা বারুরি বলেন, কাঞ্চনপুর ব্রু শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দা ১০ জন নাবালিকাকে উদ্ধারের পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তাদেরকে আগরতলায় এনেছেন যিনি সেই ব্যক্তিকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তিনি বলেন, একজন মান্দাই এবং দুজন নন্দননগরে কাজে লাগানো হয়েছে। তাদের মধ্যে মান্দাইয়ের নাবালিকাকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।। তার দাবি, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। যুবকের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে রাজধানীর নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগরে। মৃত যুবকের নাম ইন্দ্রজিৎ সূত্রধর। বয়স ৩৫ বছর। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটি জঙ্গলে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

খবর পেয়ে সকালে জিবি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে সে নিখোঁজ ছিল বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। কিছুদিন যাবৎ সে মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে ঘোরাফেরা করত বলে পরিবারের দাবি। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের দাবি সে আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কাঞ্চনপুরে কাঠ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। মঙ্গলবার গভীর রাতে খবর আসে কাঞ্চনপুর-জম্পুই সড়কের জলের ঘাট এলাকায় প্রচুর সুন্ধি কাঠ পাচার করার জন্য গাড়িতে বোঝাই করেছে বনদস্যুরা। খবর পেয়েই কাঞ্চনপুর সদর রেঞ্জের রেঞ্জার বিব্রত মালাকার ফরেস্ট প্রোটেকশন ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেখানে পূর্ব মনপুই এলাকার বন থেকে টিআর-০৫-এ-১৮৯৪ নং সিটি ট্রাক বোঝাই সুন্ধি কাঠ সহ গাড়িটি সিজ করেন। সাথে সাথে স্থানীয় অসাধু কাঠুরিয়া বনকর্মীদের গাড়ি আটক করার চেষ্টা করে। কিন্তু বনরক্ষীদের সংখ্যা বেশি থাকায় বনদস্যুদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। উদ্ধার করা হয়েছে লক্ষাধিক টাকার কাঠ।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে রাজ্য অতিরিক্ত অনুদান পেল মোট ৮৭৫ কোটি টাকা

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে অতিরিক্ত অনুদান পেল ত্রিপুরা। যার মোট অঙ্ক ৮৭৫ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং অর্থ কমিশন এই অনুমোদন দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

চম্পকনগর ও চম্পাইছড়ায় দুটি ড্যাম নির্মাণের জন্য ৪০০ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন। এর ফলে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকা ও সংলগ্ন অঞ্চলে পানীয় জলের আর কোনও সমস্যা থাকবে না। নির্মাণ কাজে তৈরি হবে কর্মসংস্থানও। মাতাবাড়ি ত্রিপুরাশ্বরী মন্দিরে রোপওয়ে, ৫১ শক্তিপীঠ নির্মাণ এবং নীরমহল সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো প্রকল্পে ১৭৫ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পর্যটনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে ত্রিপুরায়।

রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরকে এক ছাদের নীচে আনার জন্য গড়ে তোলা হবে একটি বিল্ডিং কমপ্লেক্স। তার ফলে, এক দফতর থেকে আর এক দফতরে ফাইল দেওয়া-নেওয়া এবং কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অনেক সময় সাশ্রয় হবে। এই বিল্ডিং কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ১০০ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন।

খোয়াই, বিশ্রামগঞ্জ, আমবাসা, বিলোনিয়া, কৈলাসহর এই পাঁচটি জেলা সদর শহরের জন্য ১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা সদর পিছু ২৫ কোটি টাকা। এই অর্থে নিকাশি ব্যবস্থা, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, সড়ক আলো সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। একই কাজের জন্য ধর্মনগর ও উদয়পুর সদর শহরের ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ৭৫ কোটি টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেছেন, "এর ফলে একদিকে যেমন পর্যটন ক্ষেত্রে রাজ্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে একই সঙ্গে জল সরবরাহ, পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো কাজও সম্পন্ন হবে। রাজ্যের বিকাশের যাত্রাপথে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠতে চলেছে।"

রাজ্যে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি গড়তে চায় সরকার ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। আসামের গুয়াহাটির পরে ত্রিপুরায় দ্বিতীয় জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং একটি আইন গঠনের জন্য আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে একটি বিল পেশ করা হবে। বুধবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী তথা আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিঘ্রই ত্রিপুরায় এই জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে এবং এলএলএম, এলএলবি এবং পিএইচডি ডিগ্রি নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

শিক্ষার্থীরা কমন ল অ্যাডমিশন টেস্ট (সিএলএটি) এবং অল ইন্ডিয়া আইন প্রবেশ পরীক্ষা (এআইএলটি) এর মাধ্যমে ভর্তি নিতে পারবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য, রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদন এবং বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ায় অনুমোদন চাইবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আরও জানা গেছে যে ত্রিপুরার হাইকোর্টও রাজ্যে আইনের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় অবকাঠামো স্থাপন করতে রাজি এবং তদনুসারে, রাজ্য সরকার জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যাশায় রয়েছে।

আইনমন্ত্রী বলেছেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থ বিভিন্ন সংস্থা ও সংস্থার কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও তহবিল চাওয়া হবে এবং রাজ্য সরকারও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু তহবিল অনুমোদন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আশ্রম চৌমুহনীতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা শহরের আশ্রম চৌমুহনি পুলিশ নাকা পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকার একটি দোকানে মঙ্গলবার রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা প্রবীর সাহার দোকানের পেছনের দিকের দরজার তালা ভেঙে অন্তত ত্রিশ হাজার টাকার জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। পুলিশ নাকা পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় কিভাবে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে তানিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দোকান মালিক প্রবীর সাহা জানান, রাত একটা নাগাদ তিনি দোকান বন্ধ করে ঘরে যান। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি লক্ষ্য করেন দোকানের পেছনের দরজার তালা ভেঙে জিনিসপত্র নিয়ে গেছে চোরেরা। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয় জনমনে। এব্যাপারে পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে।

বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী প্রত্যাহারের দাবীতে বুধবার আগরতলায় সিআইটিইউ'র মিছিল। ছবি নিজস্ব।

বিদ্যুৎ বিল সংশোধন প্রত্যাহারের দাবীতে আগরতলায় মিছিল সিটুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেছে সিআই টি ইউ। মিছিলটি সিটু অফিসের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে অরিয়েন্ট চৌমুহনীতে এসে সমবেত হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ও বিদ্যুৎ বিল সংশোধন প্রত্যাহার করা জোরালো দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ বলেন বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনের পাশাপাশি প্রতিবাদ আন্দোলন কর্মসূচি রাজ্য সংগঠিত করা হয়েছে। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ সংশোধনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ওপর চাপানোর চক্রান্ত শুরু করেছে। এ বছরের বাজেটে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়েছে।তাতে সাধারণ মানুষ জটিল সমস্যায় পড়বেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে জনগণকে সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সিটুর বর্ষীয়ান নেতা প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট মানবতার উপর আক্রমণের শামিল। বাজেটে একতরফাভাবে মিথ্যাচার করা হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ অনেক কম রাখা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে যে বরাদ্দ করা হয়েছে তার অর্ধেক টাকা করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে বলেও তিনি জানান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামোন্নয়নে পারফরমেন্স রিভিউ কমিটির ভার্চুয়াল পর্যালোচনা সভায় ত্রিপুরা প্রশংসিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিবের সভাপতিত্বে আজ আগরতলায় পারফরমেন্স রিভিউ কমিটির ভার্চুয়াল পর্যালোচনা সভায় এমজিএন রেগা, পিএমএওয়াই-জি, এনআরএলএম, ডিডিইউ-জিকেওয়াই এবং এসপিএমআরএম প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ, রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পারফরমেন্স রিভিউ কমিটির এই পর্যালোচনা সভায় রাজ্যের কাজের অগ্রগতি প্রশংসা পেয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০১৯ এর আগে পর্যন্ত এমজিএন রেগায় ৯৯.৬০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষে যে সমস্ত কাজ নেওয়া হয়েছিল তার ৯৩.৮৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করে ত্রিপুরা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। টাইম ও মোশান স্ট্যাডিতে অগ্রগতির জন্য ১৩টি রাজ্যের মধ্যে রাজ্যের স্থান থাকার জন্যও ত্রিপুরা প্রশংসিত হয়েছে। ৮৪ শতাংশ মজুরী ১৫দিনের মধ্যে প্রদান করা হচ্ছে যা জাতীয় গড়ের উপরে রয়েছে।

২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ এর দ্বিতীয় পর্যায়ের পিএমএওয়াই-জি'র ৬৮ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করার জন্য ত্রিপুরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ৮২ শতাংশ গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাসক দলের মাতব্বরদের সহমতে সাজানো হয় বিয়ের আসর

চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তাদের অভিযানে ভাঙল বাল্য বিবাহ দরজা বন্ধ করে ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা নাবালিকা কনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্র নগর সুভাষ নগরের কালী টিলা এলাকায় এক নাবালিকার বিয়ে ভেঙে দিলেন মহিলা থানার পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ভালোবাসার সূত্র ধরে ইন্দ্রনগর এলাকার এক নাবালিকা তার প্রেমিকের হাত ধরে প্রায় এক মাস আগে সুভাষ নগরের কালী টিলা এলাকায় তার বাড়িতে চলে আসে। ছেলের বাড়ির তরফ থেকে বিষয়টি মেয়ের বাড়ির লোকজনদের জানানো হয়। কিন্তু তারা মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে।

শেষ পর্যন্ত ছেলের বাড়িতেই দীর্ঘ এক মাস ধরে সহাবস্থান করে ওই নাবালিকা।বিষয়টি নিয়ে সুভাষ নগরের কালী তলা এলাকায় রীতিমতো গুঞ্জন শুরু হয়।ছেলের বাড়ির তরফ থেকে বিষয়টি স্থানীয় বিজেপি মন্ডল নেতাসহ মাতব্বরদের জানানো হয়।বিষয়টি নিয়ে মন্ডল নেতা সহ মাতব্বররা বৈঠক করেন।বৈঠকে ওই নাবালিকা কন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সে নিজের ইচ্ছেতে এখানে এসেছে না তাকে জোর করে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। সে তার বাপের বাড়িতে ফিরে যেতে চায় কিনা তাও জানতে চান নেতা মাতব্বররা। নাবালিকা কন্যাটি স্পষ্ট ভাবে জানায় সে তার নিজের ইচ্ছেতে এ বাড়িতে চলে এসেছে। সে কোনভাবেই তার বাপের বাড়িতে ফিরে যেতে চায় না বলে জানায়।

শেষপর্যন্ত মন্ডল নেতাদের সম্মতিক্রমে ছেলের বাড়িতে বিয়ের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়। সে অনুযায়ী বুধবার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। নাবালিকার বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে খবর পেয়ে চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলর সুতপা হোম রায় মহিলা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কালীটিলায় ওই যুবকের বাড়িতে হানা দেয়। বুধবার ওই বাড়িতে হানা দিয়ে তারা লক্ষ্য করেন বাড়িতে বিয়ের যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলর বিয়ে বন্ধ রাখার জন্য ছেলের বাড়ির লোকজনকে প্রস্তাব দেন। নাবালিকা মেয়ের সঙ্গেও চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলার কথা বলেন।সেখান থেকে নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে মহিলা থানায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে চাইল্ড লাইন। তখন ঐ মেয়েটি কাপড় পরার নাম করে ঘরের ভিতরে গিয়ে সব দরজা বন্ধ করে দেয়।তাতে চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলর এবং পুলিশের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে।

ডাকাডাকি করার পরও কোনো সাড়া না দেওয়ায় ঘরের দরজা ভেঙ্গে পুলিশ এবং চার লাইনের কর্মীরা ভিতরে ঢুকে তাকে উদ্ধার করেন। চাইল্ড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে প্যাকিংয়ের মেশিনসহ বিস্তর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে বড় ধরনের সাফল্য পেল বিশালগড় থানার পুলিশ। বিশালগড় থানার চেলিখোলা এলাকার গভীর জঙ্গল থেকে গাঁজা প্যাকিং করার যন্ত্র সহ অনুমানিক ২০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেখান থেকে তিনটি বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। গাঁজা প্যাকিং এর সঙ্গে জড়িত দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। আটক দুই যুবকের নাম মানিক রুদ্র পাল এবং বিশ্বজিৎ রুদ্রপাল।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিশালগড় এর চেলিখলা এলাকার গভীর জঙ্গলে গাঁজা প্যাকিং এর কাজ চলছে বলে বিশালগড় থানার পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় থানা ওসিদেবাশীষ সাহা সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের নেতৃত্বে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা শৃঙ্খলা এলাকার জঙ্গল ঘেরাও করে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। তল্লাশি চালিয়ে বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে পুলিশ।

বিশালগড় থানার ওসি জানিয়েছেন সেখানে বেশ কিছুদিন ধরেই শুকনো গাঁজা প্যাকিং করার কাজ চলছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর ফলে তাদের সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। গাঁজা প্যাকিং করে বিভিন্ন স্থানে পাচার করা হতো বলে জানিয়েছেন বিশালগড় থানার ওসি। গাঁজা প্যাকিং এর সঙ্গে জড়িত দুই যুবককে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ১১৬ ■ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ইং ■ ২১ মাঘ ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার

পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে বিশ্ব জুড়িয়া অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারে জোর দেওয়া শুরু হইয়াছে অনেক দিন। তবে আন্তর্জাতিক অপ্রচলিত শক্তিভাণ্ডার পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার সদস্যদের একাংশের দাবি, গোটা বিশ্ব জুড়ে আবহাওয়া পরিবর্তনে প্রভাবিত হইতে পারে অপ্রচলিত শক্তির উৎপাদনও। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, জলবিদ্যুতের কথা। প্রথম দিকে এই শক্তি বিপুল সম্ভাবনাময় বলিয়া মনে হইলেও, বিশ্বজুড়ে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, উষ্ণতার খামখেয়ালিপনা এবং ভূমিক্ষয় বাড়ার সঙ্গে নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে শুরু করিয়াছে এই শক্তির উৎপাদনেও। ২০১৮-তে দীর্ঘকালীন খরার কারণে শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছিল আফ্রিকা মহাদেশের ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। এতে ওই জলপ্রপাতকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভাবিত ইয়াছিল।সে দিকে তাকাইয়াই গবেষকেরা দাবি করিয়াছেন, আগামী দিনে কোনও একটি শক্তি সম্পদের উপরে বেশি নির্ভরশীল না হইয়া সবগুলির সমব্যবহার স্থিতিশীল উন্নয়নে সহায়ক হইবে। সেই প্রেক্ষিতে বাড়িতেছে ভূগর্ভস্থ তাপশক্তির গুরুত্ব। গবেষকদের দাবি, পরিকল্পনামতো এগোলে বিশ্বে তৃতীয় অপ্রচলিত শক্তি হিসেবে এটি উঠিয়া আসীবে। যদিও ভূগর্ভস্থ শক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা নতুন নয়। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই শক্তিকে কাজে লাগাইতে উদ্যোগ শুরু হইয়াছে। তবে এখনও অনেক পথ পেরনো বাকি।

ভূগর্ভস্থ শক্তিকে দু'ভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে। প্রথমত, ভূগর্ভে জলাধার তৈরি করিয়া তাহা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, যা 'স্টিম মেথড' নামে পরিচিত। অন্যটি লাভা বা ম্যাগমার তাপ থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন। তবে এই শক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যা রহিয়াছে। প্রথমত, এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো গড়িয়া তোলা দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎপাদন কমিলেও সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির ভয় রহিয়াছে। পাশাপাশি, ভূগর্ভের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকিলে লাভা ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে বড় দুর্যোগ ঘটাইতে পারে।

তবে গবেষকদের একটি অংশের দাবি, প্রাথমিক বাধা কাটাইতে পারিলে প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অতিক্রম করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো তৈরি খরচ ও সময়সাপেক্ষ, তাহা নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু এক বার পরিকাঠামো তৈরি হইলে ধীরে ধীরে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। উৎপাদন বাড়িলে সস্তা হইবে বিদ্যুৎও।সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যান বলছে, ভূগর্ভস্থ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো গড়িয়া তোলার পরে বিরাট খরচ না করিয়াই পরবর্তী সময়ে ফিলিপিন্স, আইসল্যান্ডের মতো দেশে উৎপাদন বাড়াইয়া এই শক্তিসম্পদকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে ফিলিপিন্সের বিদ্যুতের চাহিদার প্রায় কুড়ি-পঁচিশ শতাংশ ভূগর্ভস্থ শক্তি থেকে উৎপাদিত হইতেছে। আইসল্যান্ডের ক্ষেত্রে অন্য কোনও শক্তিশম্পদ না থাকায় ভূগর্ভস্থ শক্তি থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতই সব চাহিদা মিটাইতেছে। আর ২০১০ সালে এই শক্তিকে কাজে লাগাইয়া গোটা বিশ্বে যেখানে ১০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইয়াছিল, ২০১৮-তে তাহা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৩.৩ গিগাওয়াটে। বর্তমানে আমেরিকা ভূগর্ভস্থ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে শীর্ষে রহিয়াছে।

এ দিকে, দুর্ঘটনা ও দূষণ প্রসঙ্গে যে আশঙ্কার কথা উঠিয়ি আসিতেছে, তাহাকেও খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ গবেষকদের একাংশ। তাঁহাদের দাবি, সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো গ্যাসকে বাতাসে মেশার আগেই বন্দি করা সম্ভব। এ ছাড়া, এ ধরনের 'পাওয়ার প্ল্যান্ট'গুলি যেহেতু লোকালয়ের বাইরে করা হয়, তাই ক্ষতির আশঙ্কা অনেক কম।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভূগর্ভস্থ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে উন্নয়নশীল দেশগুলি ক্রমশ ঝুঁকিতেছে। ফিলিপিন্স, আইসল্যান্ডের পাশাপাশি, পেরুর মতো দেশেও এই শক্তিকে কাজে লাগাইতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রেও হিমালয়ের মতো এলাকায় এই শক্তিকে কাজে লাগাইয়া লাভজনক হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। আন্দামান-নিকোবরের মতো এলাকাতেও আগ্নেয়গিরির অবস্থানকে কাজে লাগাইয়া ভূগর্ভস্থ শক্তিভাণ্ডার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতে পারে। তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে সমীক্ষা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন। ভারতের মতো দেশে দূষণ প্রতিরোধে আগামী দিনে এই শক্তি চালিকাশক্তি হইয়া উঠিতে পারে, আশা গবেষকদের

বঙ্গে এখনই বিদায় নয় শীতের, সপ্তাহান্তে পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ থেকে আপাতত শীতের বিদায় নেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং আগামী রবিবার থেকে শীতের প্রকোপ আরও বাড়তে পারে, আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি পর্যন্ত বঙ্গে জাঁকিয়ে শীত থাকবে। সপ্তাহান্তে আবার তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পাহাড়ে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও (মঙ্গলবারের তুলনায় ০.৪ ডিগ্রি বেশি) তা এখনও ১১ ডিগ্রির ঘরেই আছে। এদিন কলকাতা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াম। যা স্বাভাবিকের থেকে চার ডিগ্রি কম। এবারের ফেব্রুয়ারিই বিগত ১০ বছরের মধ্যে শীতলতম। এদিন সকালের দিকে কলকাতা এবং কলকাতা-সংলগ্ন এলাকায় কুয়াশার দাপট ছিল। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাও কুয়াশার চাদরে মোড়া ছিল। বেলা বাড়তেই ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে তো শীত রয়েছেই, উত্তরবঙ্গেও হাঁড়কাপানো শীত আছে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) থেকে আবারও তাপমাত্রা বাড়বে। তবে সপ্তাহের শেষে আবারও নামবে পারদ, আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি পর্যন্ত বঙ্গে জাঁকিয়ে শীত থাকবে। আগামী শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত দার্জিলিং-সহ পাহাড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। পাহাড়ের উঁচু জায়গায় তুষারপাত হতে পারে।

এক সপ্তাহের মধ্যে ভোট ঘোষণা, মুখ্যমন্ত্রীর কথায় জল্পনা তুঙ্গে

আলিপুরদুয়ার, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : একবার বলেন ৪-৫ দিনের মধ্যেই ভোট ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। আবার, একবার মন্তব্য করেছেন, আগামী সাত-আট দিনের মধ্যেই ভোট ঘোষণা করে দিতে পারে নির্বাচন কমিশন। আর বুধবার আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন কবে তা নিয়ে এখন চাপানউতোর চলছে সব মহলেই। কবে দিনক্ষণ ঘোষণা হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, চলতি মাসের ১৫-১৬ তারিখের মধ্যেই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে দেবে কমিশন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর কথার পর মনে হচ্ছে ১০ তারিখের মধ্যেই তা ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। তারপর সোমবার অর্থাৎ ৮ তারিখ পর্যন্ত চলবে বিধানসভা অধিবেশন। মনে করা হচ্ছে, তারপরেই এই দিন ঘোষণা করা হবে।

অর্থাৎ আগামী সপ্তাহেই এই দিনক্ষণ ঘোষণা করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, তবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই বলেই জানা গিয়েছে কমিশন সূত্রে। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের দিন কবে ঘোষণা হবে তা সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে দিল্লির উপর। তাই এখনই বলা সম্ভব নয় কবে রাজ্যে নির্বাচন। তবে তা যে আর দিন দশেকের মধ্যেই হয়ে যাবে তা স্পষ্ট। মোটামুটি, প্রথম দফার ভোট গ্রহণের অন্তত চল্লিশ দিন আগে নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করে দেয় কমিশন। এই সব অঙ্ক কষেই অনেকে মনে করছেন, আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ভোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে যাবে। যে আলোচনায় এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর আরও গতি পেল।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

স্বামীজির ছিল একক সংগ্রাম

।।প্রদীপ চক্রবর্তী।।

নিবেদিতা লিখছেন ম্যাকলাউডকে 'পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন নিষ্ঠাবান মানুষের ইতিহাস।যদি কেউ আন্তরিক হয়,পৃথিবী তাঁর পায়ের তলায় লুটাবে'।১৮৯৯ র ১২ ই মার্চ এই চিঠি লিখেছেন।আবার ওই বছরের ৫ই জুলাই মার্গোটকে লিখেছেন 'মার্গটে,মনে রেখো, যখন আধ ডজন লোক বিশাল ভালবাসার অধিকারী হয়,তখন জন্ম হয় নুতন ধর্মের।'

---মানুষ চাই--আমার মানুষ চাই--দাও আমাকে'--ত্তবার বার বলছেন।'তুমি জানো , আমি কখনো টাকা বা ক্ষমতা চাইনি--শুধু মানুষ চেয়েছি---আমার চাইই তাই'। আবার নিবেদিতা লিখছেন ম্যাকালাউডকে 'আমি স্বামিজীকে 'মানুষ চাই' বলে আর্তনাদ করতে দেখেছি।আমি অনুভব করছি দশ হাজার বিবেকানন্দ তৈরীর করার।মানুষ নিজেরাই আসবে,কারো সাহায্যের দরকার নেই।স্বামিজী চুম্বক-তাঁর টানে ইস্পাত টুকরো হয়ে ছুটে আসবে।'

জীবন সায়াহ্নে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে স্বামিজী একদিন বলেছিলেন'জেনে রেখো, আমাকে আবার জন্মাতে হবে।দেখ,মানুষকে আমি বড় ভালবেসে ফেলেছি।'

গবেষকরা ঠিক বলেছেন।তাঁরাই বলছেন স্বামিজীর ছিল একক সংগ্রাম।একাই লড়াই করে গেছেন সব বিরূপ শক্তির সঙ্গে।বিশ্বগোলকটিকে দুহাতে ধরে নাড়া দিয়ে গেছেন।অন্ধকারের শক্তি , বিষাক্ত শৈবাল কিছু ঝড়ে গেলেও, কিছু অপশক্তি এখনো আছে।

আজ এটা স্বীকৃত স্বামীজী মানবতা বিকাশে যা করে গেছেন তা অন্যরা করতেই পারেননি।অথচ প্রতিকূলতার মধ্যেই তিনি আলো দেখিয়ে গেছেন।তিনি আমাদের চলতে শিখিয়েছেন।শিখিয়েছেন শিবজ্ঞানে জীবসেবার।

স্বামিজীর জীবনের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় আমাদের, সবার বিবেকানন্দ ও হঠাৎ অসুস হয়ে যেমন পড়তেন তেমনি সুস হয়ে উঠতেন।মাঝে মধ্যেই অসুস হয়ে পড়তেন স্বামিজী।প্রচন্ড পরিশ্রম ছিল এর মুল কারন।

অনেকেই হয়ত জানবেন জীবনে কি কষ্ট করেছেন তিনি।কি গননা সহ্য করতে হয়েছে।পারিবারিক সমস্যা স্বামিজীকে বারে বারে বিব্রত করেছে।কিন্তু তবু তিনি কিন্তু উদ্দ্যশ্য থেকে এককদম পিছু হটেন নি।

অথচ তাঁকে প্রানে মারার চেষ্টা হয়েছে বহুবার।কিন্তু এরা স্বামিজীর কিছুই করতে পারেন নি।কেননা তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল উত্তাল সমুদ্রের আকাশচুম্বী উচ্ছাসের মত।

স্বামিজীর মুখেই শুনে নেই সেই সব অপচেষ্টা বা ষড়যন্ত্রের কথা।

'ভারতে বিবেকানন্দ '

বইতে আত্মকথায় স্বামিজী লিখছেন' একদিন শীতে আমার হাত আড়ষ্ট হয়ে গেল।এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি কি করব ভেবেই পেলাম না।কারন আমি যদি রাস্তায় বের হয়ে পড়ি ,সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেবে।আমার তখন ছিল কৌপিন।তখন আমার কাছে শেষ সম্বল কয়েক ডলার।আমি মাদ্রাজে তার করলাম।থিওজফিষ্টরা ব্যাপারটা জানতে পেরে লিখল'শয়তানটা শীঘ্র মরবে--ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাঁচা গেল।' কিন্তু প্রচন্ড হিমেও কিন্তু স্বামিজী মরলেন না।

বিবেকানন্দ লিখছেন 'যেদিন ধর্মমহাসভায় আমি প্রশংসা পেলাম, যেদিন আমি শিকাগোতে জনপ্রিয় হলাম,সেদিন থেকে আমার একজন স্বদেশবাসী অপ্রকাশ্যে আমার অনিষ্টাচারন করতে ,আমাকে অনশনে মেরে ফেলতে,আমেরিকা থেকে লাথি মেরে তাড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন'।কিন্তু পারলেন না।স্বামিজীকে এরা কিছুই করতে পারলেন না।এদের অপপ্রয়াস সফল হলে আমরা বিবেকানন্দ কে পেতামই না।

প্রেমের দ্বারা হত্যা অধ্যায়ে বেদান্ত সোসাইটি অফ সেন্ট লুইস কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ লিখছেন বেদান্তের চরম সত্য ব্যাখ্যা করছিলেন স্বামিজী আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তের এক শহরে।বলছিলেন যিনি সর্বোওম সত্যে উপসিত হন,তিনি পারিপার্শিক প্রভাব থেকে মুক্ত হন।কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনা।তাঁর এই বক্তব্য শুনে কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তাদের গ্রামে আমন্ত্রন জানালেন। যথারীতি তিনি তাদের গ্রামে গেলে তারা তাঁকে একটি কাঠের টবের উপর দাঁড়িয়ে ভাষন দিতে বললেন।স্বামিজী সেখানে দাঁড়িয়ে শুরু করলেন বেদান্তের বানীর বিশ্লেষন।হঠাৎই তাঁর কানের পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে ছুটতে শুরু করল গুলির পর গুলি।বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।যুবকের দল বিষ্ময়ে হতবাক।এরা বলতে লাগল সাচ্চা আদমী বটে বলে।

এবার শুনুন হাড় হিম করা ঘটনা। ঘটনা ডেট্রয়টের।সেখানে খাওয়া দাওয়ার পর কফির কাপ এগিয়ে দেয়া হল উনার দিকে।কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিতে যাবেন এমন সময় দেখছেন রামকৃষ্ণ তাঁর পাশে।তিনি বলছেন 'খাসনে-ওতে বিষ'।স্বামিজী নিজেই বলেছেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে।নিউ ডিসকভারিস গ্রনের ৩৫২ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ আছে।

বিবেকানন্দ বেঁচে গেলেন।রামকৃষ্ণ তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন।আমরাও স্বামিজীকে পেলাম।

রোমা রোঁলা লিখেছেন'তিনি যদি মরতেন,তবে তিনি পথেই মরতেন-তাঁর নিজের পথে--যে পথ তাঁকে তাঁর ভগবান দেখিয়ে দিয়েছিল।'

এবার আমরা চলে যাব বষ্টনে। কি হয়েছিল সেখানে?রেমিনিসেন্স র পৃষ্ঠা ২৭১ বলছে স্বামিজীর কথা উদ্ধৃতি দিয়ে।স্বামিজী বলছেন'আমি বষ্টন গিয়েছিলাম।পরনে ছিল গৈরিকবর্নের কোট ও মাথায় পাগড়ী।শহরের জনাকীর্ন পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি,হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম বহু মানুষ ও বালক আমার পিছু নিয়েছে।আমি যতদ্রুত চলি, তারাও তত জোরে চলে।তারপর কি একটা আমার কাঁধে আঘত করল।আমি দৌড়াতে শুরু করলাম এবং একটা বাঁকের মাথায় অন্ধকার গলির ভেতর ঢুকে পড়লাম।আর আমার পিছু নেয়ারা সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।এ যাত্রায় ও বেঁচে গেলাম।

এ ভাবেই একের পর এক বাঁধা, বিপত্তি অতিক্রম করেছেন আমাদের স্বামিজী।ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে এমন বাধা বিপত্তি অতিক্রম কজনকে করতে হয়েছে,তা এই প্রতিবেদকের জানা নেই।তবে হ্যাঁ ভগবান যীশুকে ও নির্যাতন সইতে হয়েছে। শেষে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে।পাথর ছুড়ে মারা হয়েছে।স্বামিজীকে ও নানাভাবে দেশ বিদেশে চক্রান্তের মুখে পড়তেই হয়েছে।কিন্তু কোন ষড়যন্ত্র অপপ্রয়াস তাকে অভিষ্ট লক্ষ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

মধ্যপ্রদেশের বনপথ দিয়ে চলেছেন পরিব্রাজক।খান্ডোয়া থেকেই অসহনীয় দূঃখকষ্টের মুখে পড়তে হয়।যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি সেখানকার লোকজন অসভ্য,অতিথি সংস্কার বিমুখ।আশ্রয়তো দূরের কথা ভিক্ষা পর্যন্ত পাননি তিনি।একা একা চলেছেন পরিব্রাজক।বনপথে।ওই সময়ে এক হরিজন তাঁকে দেখে এগিয়ে আসেন।বাড়ীতে যাওয়ার আমন্ত্রন জানালেন।পরিব্রাজক গেলেন এবং কয়েকদিন ওর বাড়ীতে কাটালেন।আতিথেয়তায় মুগ্ধ স্বামিজী।

এর বাড়ী থেকে গভীর বনপথে এগিয়ে চললেন তিনি।হাঁটছেন তো হাঁটছেন।পা চলছে না।ক্ষুধায় ক্লান্ত।ক্লান্তি আর ক্ষুধায় একটি গাছের নীচে বসে পড়লেন। দেহ ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে পড়ছে।হঠাৎ লক্ষ্য করলেন একটি বাঘ এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।ভাবতে লাগলেন এই বলে যে ভাল ই হল।আমিও ক্ষুধার্ত।ও ক্ষুধার্ত।আমাকে খেয়ে ও ক্ষুধা নিবৃতি করতে পারবে।এই ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।ঘুম ভাঙলে দেখেন বাঘ নেই।ও ওর পথে চলে গেছে।একেই বলে হয়তো রাখে হরি মারে কে।

ভাবার অবকাশ রয়েছে যে ক্ষুধার্ত বাঘটি এল ,কিন্তু স্বামিজীর কোন ক্ষতি তো দূরের কথা,ও ওর আপন মনে চলে গেল।কেন এমনটি হলো? পরিব্রাজকের জীবনে ক্ষুধা,তৃষা, পথশ্রম ,অবসন্নতা স্বাভাবিক।কিন্তু পরিব্রাজক স্বামিজীর কাছে এসব কিছু নয়।একবার তো মৃতপ্রায় অবসা।বসে পড়লেন গাছের নীচে।উঠে দাঁড়ানোর শক্তিও নেই।হঠাৎ করেই মনে হল তাঁর আত্মার মধ্যে তো অনন্ত শক্তি।ইন্দ্রিয় আত্মার ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে,এ আবার কেমন কথা?আমি তো বলহীন হতেই পারি না।ভাবতে ভাবতেই অবসন্নতা কেটে গেল।শক্তি পেলেন তিনি।উঠে দাঁড়ালেন এবং শুরু হল আবার পথচলা।

পরবর্তী সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি বলছেন 'কতবার আমি অনাহারে,ক্ষতবিক্ষত চড়নে মৃত্যুর সম্মুক্ষীন হয়েছি।দিনের পর দিন ক্ষুধার যন্ত্রনা নিয়ে পথ চলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।অবসন্ন দেহে গাছের তলে লুটিয়ে পড়েছি।কথা বলা যেমন অসম্ভব ছিল তেমনি চিন্তাভাবনা রহিত হয়ে গেছে।

সিমুলিয়ার নরেন,রামকৃস্মের সান্নিধ্যে এসে ভারতকে বহির্বিশ্বে চিনিয়েছেন , ভারতের জয়ধবজা তুলে ধবেছেন,হয়েছেন বিশ্বপথিক।স্বামিজী চিরন্তন ভারতের আদর্শের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছেন।নাতিদীর্ঘ জীবনে দূঃখকষ্ট ছিল বিবেকানন্দের প্রায় নিত্যসঙ্গী।ভারতের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত চষে বেড়িয়েছেন।চলার পথে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে।

উত্তর ভারত চষে বেড়িয়েছেন পদব্রজে। উত্তর ভারত পরিভ্রমনকালে একদিন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আর ভিক্ষা করবেন না।কেউ কিছু যদি দেয় তবেই নেবেন।ফলশ্রুতিতে মাঝে মধ্যে উপবাসে কাটাতে হয়েছে।১/২ দিন অনাহারে থেকে পথ চলেছেন।একদিন এক আস্তাবলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক সহিংস লক্ষ্য করলেন গেরুয়াধারী ক্ষুধার্ত।সহিস তাঁকে ডেকে নিয়ে কিছু রুটি আর ঝাল চাটনী দিলেন।ক্ষুধার্ত স্বামিজী সব খেয়ে নিলেন।বলা বাহুল্য ঝাল উনার প্রিয় ছিল,এমন কি কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতেন।কিন্তু সহিসের দেয়া চাটনিতে এত ঝাল ছিল,তা খেয়ে যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগলেন।বিব্রত হয়ে পড়লেন সহিস।ওদিকে স্বামিজীর যন্ত্রনা বাড়তেই লাগলো।হঠাৎ দেখলেন এক ভদ্রলোক মাথায় ঝুড়ি নিয়ে ওখানে উপসিত।স্বামিজী জানতে চাইলেন ওর ঝুড়িতে কি আছে।জানাল তেঁতুল।এই তো চাই বলেই তেঁতুল জল খেলেন , সমস্যা আর রইল না।

নৈনিতাল থেকে অখন্ডানন্দকে নিয়ে চললেন আলমোড়া।কাছাকাছি পৌঁছতেই স্বামিজী আর চলতে পারছিলেন না।ক্ষুধায় ক্লান্ত তিনি।এই অবসা দেখে এক ফকিরের দেয়া শশা খেয়ে সুস বোধ করলেন।পরবর্তী সময় অর্থাৎ আমেরিকা থেকে ফেরার পর আলমোড়ায় এক সভায় ভাষন দিতে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে দেখতে পেলেন সেই ফকিরকে।ডাকিয়ে আনলেন তাঁকে।ফকিরকে দেখিয়ে জনতার উদ্দ্যেশ্যে বললেন সে একদিন আমার প্রান বাঁচিয়ে ছিল

।গেলেন বদ্রিশায়।কোন কিছু না বলে চলে গেলেন এক গুহায়।শুরু করলেন ধ্যান।একনাগাড়ে কদিন তপস্যা করে চলেছেন।পৌঁছে গেলেন সাধনা বা তপস্যার চরম স্তরে। কদিন বাদে বদ্রিশায় এসে শুনলেন তাঁর বোনের মৃত্যু সংবাদ।ফোন ফাঁসীতে আত্মহত্যা করেছেন।বিয়োগ সংবাদ শুনে ভেঙ্গে পড়লেন।কোনভাবে মন শান্ত করতে পারছিলেন না।তিনি ভাবতে শুরু করলেন ভারতীয় নারীদের দূঃখ দূর্দশা নিয়ে।এবার শ্রীনগরের পথে চললেন।অলকানন্দার কুলুকুলু ধ্বনি শুনে স্বামিজী বললেন অলকানন্দা এখন কেদাররাগে বইছে।

এবার ঋষিকেশ।সেখানে আশ্রয় নিলেন এক কুটিরে,তখন তাঁরা তিনজন।সেখানে আলাপ হল শঙ্করানন্দ গিরি সাধুর সাথে।সেই সাঁধুর মুখ থেকেই শুনলেন এক সিদ্ধ সাধুর কথা।তাঁকে বাঘ নিয়ে যাচ্ছে আর সাধু বলছেন শিবোহহম,শিবোহহম

হৃষিকেশে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন হলেন।নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হতে যাচ্ছে।এই অবসায় এক সাধু এলেন,তিনি মধূ ও পিপল চূর্ন মিশিয়ে খাইয়ে দিতেই চোখ মেলে তাকালেন তিনি।কদিন বাদেই এলেন হরিদ্বার।

ভারতকে জানা,দেখার জন্য, ভারতবাসীর সামাজিক অবস্থান দেখার জন্য তিন বছর দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে চষে বেড়িয়েছেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি ছুটলেন শিকাগো।

স্বামিজী দেশে,বিদেশে সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন।তবু তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে চ্যূত হননি।শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে গিয়েও সমস্যার পর সমস্যা তাঁকে জর্জরিত করে তুলেছে।যদিও সব প্রতিকূলতাকে মাড়িয়ে জগৎসভায় জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়েছেন।ভারত ও ভারতবাসী কে গোটা বিশ্বে আলোকিত করেছেন।আজো স্বামিজীর নামে বিশ্ব প্রকম্পিত হয়। বিশ্ববাসী আজো শ্রদ্ধায় অবনত হন।

করোনা ভাইরাসই শিক্ষা দিল বর্তমান যে কোনও রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানো

ডা. প্রকাশ মল্লিক

সারা বিশ্বে একন দাপিড়ে বেড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস। তবে শুধু করোনা কেন, বছরে এই সময়টায় ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের রমরমা হয় চারপাশে। আর এইসবরে বিরুদ্ধে লড়তে গেলে যতই ওষুধ থাকুক না কেন, শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আর শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা চাঙ্গা হবে সঠিক ডায়েটের মাধ্যমে।

করোনা ভাইরাসের কয়েকটি কেসে দেখা গেছে যাঁদের শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ার শক্ত তাঁদের রোগটি দ্রুত সেরে যাচ্ছে আর যাঁদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তাঁদের রোগটি দ্রুতই চেপে বসেছে। সেই জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইমিউনিটি ক্ষমতাকে বাড়াতে চিকিৎসকরা বলেছেন বিকোসুল বা ওই জাতীয় কোনও মাল্টিভিটামিন ক্যাপসুল খেয়ে যেতে। আর শরীরের ইমিউনিটির ক্ষমতা বাড়লে করোনা থেকে হওয়া শ্বাসতন্ত্র ও গ্যাস্ট্রোইনেটিস্টিনাল রোগের ঝুঁকিও কমবে। তবে এখানে শুধু করোনার বিরুদ্ধে নয়, সার্বিকভাবে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে চাঙ্গা করতে কী কী ডায়েটে রাখবেন আর

কোনগুলিকে বাদ দেবেন সেই বিষয়ে আলোচনা করা হল— কী কী খাবেনঃ এক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় অ্যান্টি-অক্সিডেন্টপূর্ণ খাবারের কথা। এগুলি শরীরের ফ্রি র‍্যাডিক্যালসকে সরিয়ে শরীরকে নানা রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা করে। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হল কিছু ভিটামিন, মিনারেলস ও এনজাইম, যা ফ্রি র‍্যাডিক্যালসকে প্রোটিন, ডিএনএ ধ্বংস করা থেকে আটকায়। সব্জি ঃ লেবু, করোলা (কোয়ারসেটিন, কোয়েমপফেরল, বিটা ক্যারোটিন, বেগুনি, বাঁধাকপি, বিট, ব্রকোলি, গাজর, আলু, মিষ্টি আলু, ফুলকপি ইত্যাদি। মশলাঃ আদা, রসুন, হলুদ, দারুচিনি, গোলমরিচ। শাকঃ পালংশাক, মেথিশাক, কলমিশাক, পুঁইশাক, হেলেঞ্চাশাক। ফলঃ কমলালেবু, পেঁপে, আঙুর, আম, কিউই, আনাস, তরমুজ, জলপাই, বেদানা। অন্যান্যঃ মটরশুটি, কুমড়ো ও তিসির বীজ, শিমের বীজ, বার্লিও আটাজাতীয় খাবার, লাল চাল, লাল আটা। টক দইঃ এতে থাকা প্রোবায়োটিক উদাপাদ খাদ্যনালী ও অন্ত্র সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা দূর করে। পেটের গোলমাল কমায় ও হজমে সাহায্য করে। চা ঃ গ্রিন টি ও লিকার চা খান। এতে থাকা থিয়ানিন ও ইজিসিজি নামক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট শরীরে জীবাণু প্রতিরোধকারী যৌগগুলিকে মজবুতভাবে গড়ে তোলে। কী কী খাবেন না ঃ অতিরিক্ত ক্যাফেইনযুক্ত চা বা কফি। সঙ্গে কার্বোনেটেড পানীয়, যেমন এনার্জি ড্রিংক যে কোনও কোল্ড ড্রিঙ্কস। বিড়ি, সিগারেট, তামাক, জর্দা ইত্যাদি যে কোনও রকমের নেশার জিনিস ফুসফুসের সংক্রমণ বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। সামুদ্রিক খাবার একেবারেই বর্জন করুন। মেনে চলুন ঃ অল্প পরিমাণে ঘুম আমাদের শরীরের স্ট্রেস হরমোন কর্টিশোলের পরিমাণকে বাড়ায় এর ফলে ব্যাহত হয় রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা, তাই ঠিকমতো ঘুমানো দরকার। প্রতিটি রান্নাই উচ্চ তাপমাত্রায় ভালো করে করতে হবে। অর্ধেক কাঁচা খাবার খেলেই সর্বনাশ। তযটা পারবেন ডায়েটে সবুজ, কমলা, লাল, বেগুনি রঙিন সব্জি রাখার চেষ্টা করুন। লেবু, ল্যালাডও ফল কাটার পরেই খেয়ে নেবেন। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জীবিকার টানে বনের লাকড়ি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে চলেছেন একাংশ জনজাতি পরিবার। ছবি- নিজস্ব।

মিয়ানমার নিয়ে জাতিসংঘের আলোচনায় রোহিঙ্গা ইস্যুও তুলতে চায় বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৩।। মিয়ানমার নিয়ে জাতিসংঘের আলোচনায় রোহিঙ্গা ইস্যুও তুলতে চায় বাংলাদেশমিয়ানমার নিয়ে । জাতিসংঘের আলোচনায় রোহিঙ্গা ইস্যুও তুলতে চায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে মঙ্গলবার (২ ফেব্রুয়ারি) মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। বাংলাদেশ চায় শুধু রাজনৈতিক পরিস্থিতি নয়, রোহিঙ্গা ও তাদের প্রত্যাবাসনও যেন আলোচনায় থাকে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি বলেন, ‘জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এই মিটিং আগে থেকে হওয়ার কথা ছিল। এই লয আমরা কাজ করছিলাম। সেখানে আমাদের যে অবস্থান তা হলো, একদিকে জবাবদিহি ও বিচার এবং অন্যদিকে প্রত্যাবাসনের বিষয়টি।’

বাংলাদেশ উন্মুক্ত আলোচনা চেয়েছিল জানিয়ে তিনি বলেন, ‘কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত হয়েছে এটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকে হবে। এটি এই সপ্তাহে হওয়ার কথা ছিল। সেটিকে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কারণ, পরিপ্রেতি পরিবর্তন হয়েছে। আগে যে নিয়মিত আপডেটের বিষয় ছিল, জাতিসংঘ মহাসচিবের রিপোর্টের বিষয় ছিল, সেটি এবারও থাকবে।’

তিনি বলেন, ‘এবারের বৈঠকটি হচ্ছে বিশেষ পরিপ্রেিত। সে কারণে আলোচনার বিষয়বস্তু কিছুটা ভিন্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং অন্যান্য যে উদ্বেগের বিষয় আছে সেগুলো থাকবে। কিন্তু আমরা আশা করবো রোহিঙ্গা এবং তাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়গুলোও যেন আলোচিত হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বিষয়গুলো আলোচিত হবে এবং রোহিঙ্গা বিষয়টি পেছনে পড়ে থাকবে এটা আমরা চাই না।’

মিয়ানমারে নতুন কেবিনেট গঠন করা হয়েছে, যেখানে ১১ জন মন্ত্রী আছে। তারা কার্যক্রম শুরু করলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে সরকার। পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ‘এই মুহূর্তে তারা যে অন্তর্বতীকালীন সরকারের ঘোষণা দিয়েছে, সেখানে ১১ জন মন্ত্রীর কথা শুনতে পেরেছি। নতুন মন্ত্রীরা কাজ শুরু করলে তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখারে ত্র কোনও সমস্যা দেখি না। মিয়ানমারে বেশিরভাগ সময়ে এ ধরনের সরকার ছিল। তার জন্য সম্পর্ক বন্ধ রাখার কোনও কারণ দেখছি না।’

তবে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত নতুন সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়নি।

৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ-চীন-মিয়ানমার ত্রিপীয় বৈঠকের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘ত্রিপীয় বৈঠকের জন্য আমরা চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আমরা ও চীন ৪ ফেব্রুয়ারি বৈঠক করতে চাই। এ বিষয়ে মিয়ানমার আগে একটি সময় দিয়েছিল। এখন ওই সময়টা থাকবে নাকি পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে অন্যদিন হবে, সেটি দেখতে হবে।’ বৈঠক অনিশ্চিত কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমরা আগামীকাল (বুধবার) পর্যন্ত অপো করি। আমরা গতকালকেই বলেছি তৈরি আছি এবং যে-ই মতায় আসুক তাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে চাই। সুতরাং সেটির জবাব পাইনি। যদি সেটির জবাব না পাই তখন বলতে পারবো বিষয়টি পিছিয়ে গেছে।’

বিদেশি কোনও রাষ্ট্র বা সংস্থা শাস্তিমূলক পদপে নিলে বাংলাদেশের অবস্থান কী হবে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ‘প্রতিটি দেশ, প্রতিটি সংস্থা তাদের স্বার্থ দেখবে এবং আমরা আমাদের স্বার্থ দেখবো। বাংলাদেশের স্বার্থ হচ্ছে রোহিঙ্গাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফেরত পাঠানো। সে অনুযায়ী আমরা কাজ করবো।’ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং সেখানে আমাদের সেনাপ্রধান সফর করেছেন। বিভিন্ন স্তরে কূটনৈতিক সম্পর্ক আমরা রাখি।

মিয়ানমারে অবস্থিত বাংলাদেশিদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তাদের চলাচল এই মুহূর্তে কিছুটা সীমাবদ্ধ। এছাড়া টেলিফোন ও ইন্টারনেট লাইনে সমস্যা আছে।

ভারতে ১৯.৮৪-কোটি ছাড়াল করোনা-টেস্ট, সুস্থতার হার উর্দ্ধমুখীই

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনা-পরীক্ষার প্রায় মাইলফলককে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। বাড়তে বাড়তে ভারতে ১৯.৮৪-কোটির উর্দ্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা।

বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,২১,১২১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৯,৮৪,৭৩,১৭৮-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে সুস্থতার হার প্রতিদিনই উর্দ্ধমুখী, কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,২২৫ জন, ফলে দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৭.০৫ শতাংশ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৪,৫৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১১০ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৪,৬২,৬৩১ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৬০,০৫৭ জন করোনা-রোগী (১.৫২ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

৫৬ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ১১,৮০২ মোট করোনা-মুক্ত ৫.০৪ লক্ষ

ইসলামাবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল দৈনিক করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা, সংক্রমণ অবশ্য নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৩৮৪ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ১১,৮০২ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ০৩২ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৫ লক্ষ ০৪ হাজার ০৪৬ জন।

বুধবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৩৮৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৪৯,০৩২। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৩,১৮৪। এযাবৎ পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৫,০৪,০৪৬ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৪ শতাংশ।

ভারতে সক্রিয় রোগী ১.৬০ লক্ষ মৃত্যু বেড়ে ১,৫৪,৫৯৬

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কখনও কমছে, কখনও আবার বাড়ছে। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১১ হাজার ৩৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১১০ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪ হাজারের বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৪,৬২,৬৩১ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১১,০৩৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৮৪-তে পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,২২৫ জন। ১১০ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৪,৫৯৬ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৪,৬২,৬৩১ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার ০৫৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৩,২৯৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯১৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬২ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটকে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ রক্ষার দলিল বলেছে ইসইউসিআই (ক)

শিলচর (অসম), ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রীয় বাজেটকে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থরক্ষার দলিল বলে মনে করেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ। কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, দরিদ্র এবং করোনার কবলে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ যখন তাঁদের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকারের কাছ থেকে আর্থিক ভরতুকি ও অন্যান্য সহায়তা পাওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলেন, তখন বিজেপি সরকারের বার্ষিক বাজেট জনজীবনের কঠিন সমস্যাগুলিকে স্পর্শ করেনি।

প্রভাস ঘোষের অভিযোগ, চূড়ান্ত বেকারত্ব, ক্রমবর্ধমান ছাঁটাই, কলকারখানা---শিল্পের ব্যাপক ক্লোজার, ভয়ানক মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোপণ্যের বিপুল দাম বৃদ্ধি, কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া — ইত্যাদি যে সকল সমস্যা জনজীবনকে পীড়িত করে চলেছে, তার একটিরও উল্লেখ অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে ছিল না। তিনি এ-ও বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে পাওয়া গেল নিজেদের পিঠ-চাপড়ানো কিছু সন্দেহজনক পরিসংখ্যান এবং অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের ভুয়ো দাবি। ‘আত্মনির্ভর ভারত’ গড়ার নামে বাজেটে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রের আরও বেসরকারীকরণের রোডম্যাপ তুলে ধরা হল, যা থেকে সামাজিক কল্যাণ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিমা ও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রও বাদ যায়নি।

তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, দেশের অন্নদাতা এবং জনসংখ্যার ৭০ শতাংশেরও বেশি কৃষকসমাজ কীভাবে প্রবল শীত, সরকারি হামলা ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ঐতিহাসিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, গোটা দেশ তা দেখছে এবং জনগণও বিপুলভাবে তাঁদের সমর্থন জানাচ্ছে। অথচ কর্পোরেট স্বার্থবাহী তিনটি কালা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে ইতিমধ্যেই ১৫৩টি মূল্যবান প্রাণ বলি হওয়ার পরও কৃষকদের ন্যায্য দাবি অবহেলা করার সরকারি স্বৈরাচারী মনোভাবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে এই আন্দোলন সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেননি। পরিবর্তে তিনি গত এক বছরে কৃষকদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেওয়া হয়েছে বলে কিছু পরিসংখ্যান দিয়েছেন, যা প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। এর দ্বারা তিনি কৃষকদের প্রতি সরকার কতটা সহানুভূতিশীল তা দেখাবার চেষ্টা করলেও কঠোর বাস্তব তার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং জনগণ তা জানেন।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও ব্যাঙ্কে সুদের ক্রমহ্রাস মধ্যবিত্ত করদাতাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ করলেও প্রত্যক্ষ কর কাঠামোয় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। সুতরাং কেন্দ্রীয় বাজেট এ-কথা পরিষ্কার করে দিল যে, এই সরকার দেশি—বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীর স্বার্থে সেবা করতেই দায়বদ্ধ, যে শ্রেণি সাম্প্রতিক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এমন-কি অতিমারির সময়েও তাদের সম্পদ বহু গুণ বাড়িয়ে নিয়েছে। ফলে ‘আত্মনির্ভর ভারত’ আসলে একটি মধুর বাক্য যা দিয়ে কর্পোরেট নির্ভর ভারতের আসল বাস্তবকে আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে, বলেন প্রভাস ঘোষ। জনগণের চরম এই দুর্দশার দিনেও শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির দ্বারা নির্দেশিত এই জনবিরোধী বাজেটের তীব্র নিন্দা জানান তিনি এবং ভুক্তভোগী দেশবাসীকে বিজেপি সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ, হিল্লোল ভট্টাচার্যরা।

সঞ্জয়-সহ ৩ জন আপ সাংসদ সাসপেন্ড, বেজায় ক্ষুব্ধ বেঙ্কাইয়া

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় লাগাতার স্লোগান দেওয়ায় একদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হল আম আদমি পার্টি (আপ)-র ৩ জন সাংসদকে। আপ-এর এই ৩ জন সাংসদ হলেন সঞ্জয় সিং, এন ডি গুপ্তা এবং সুশীল গুপ্তা। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু ২৫৫ নিয়মের অধীনে আম আদমি পার্টির ৩ জন সাংসদকে সদন থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। লাগাতার স্লোগান দেওয়ায় একদিনের জন্য তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হয় রাজ্যসভার অধিবেশন। এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন সঞ্জয়-সহ ৩ জন আপ সাংসদ। তখন ক্ষুব্ধ হয়ে চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, ”আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নেবেন না। ২৫৫ নিয়ম কার্যকর করতে আমি বাধ্য হব।” সতর্ক করার পরই একদিনের জন্য রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয় ৩ জন আপ সাংসদকে। সংসদের বাইরে সঞ্জয় সিং জানিয়েছেন, ’সদনে আমরা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে নিজেদের মতপ্রকাশ করেছি। আমরা কৃষি আইন প্রত্যাহার চাইছি, কারণ আলোচনা করে কিছু হবে না। আমাদের ৩ জন সাংসদকে একদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।”

শর্টসার্কিট থেকে বিপত্তি, বিহারে মনিয়ারি থানায় ভয়াবহ আগুন

মুজফরপুর (বিহার), ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে মারাত্মক বিপত্তি। ভয়াবহ আগুন লাগল বিহারের মুজাফরপুর জেলার মনিয়ারি পুলিশ স্টেশনে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মানিয়ারি থানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে থানার ভিতরে থাকা বিভিন্ন সামগ্রী। প্রথমে পুলিশ কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন, পরে খবর পাওয়ার পর আগুন নেভাতে আসে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় বুধবার ভোররাতে আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

সাব-ইন্সপেক্টর সুজিত কুমার মিশ্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে থানায় আগুন লাগে। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন নেভাতে দমকলকে ডাকা হয়, দমকল এসে আগুন নিভিয়েছে। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অধিবেশন চলাকালীন মোবাইল ব্যবহার শিষ্টাচার বিরুদ্ধ : নাইডু

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অধিবেশন চলাকালীন রাজ্যসভার ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। সমস্ত সাংসদদের সতর্ক করে নাইডু জানিয়েছেন, অধিবেশন চলাকালীন মোবাইল ফোনের ব্যবহার সংসদীয় শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। সমস্ত সদস্যদের তাই সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। বুধবার অধিবেশের শুরুতেই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু সমস্ত সদস্যকে সতর্ক করে বলেন, অধিবেশন চলাকালীন যেন ফোন ব্যবহার না করা হয়। অনেকেই অধিবেশন চলাকালীন তা মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করছেন বলে জানান তিনি। এর পরই নায়ডু বলেন, “এই ধরনের কাজ সংসদীয় শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।”

নাইডু আরও জানান, যেমনটা সদস্যরা জানেন, রাজ্যসভা চেম্বারের মধ্যে সেলুলার ফোন ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যা সংসদীয় বুলেটিন খণ্ড -২ এ বিজ্ঞপ্তি রয়েছে। দেখা যাচ্ছে কিছু সদস্য অধিবেশন চলাকালীন সমস্ত কিছু নিজেদের ফোনে রেকর্ড করছেন এই ধরনের কাজ সংসদীয় শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। সদস্যদের রাজ্যসভার ভিতরে এই ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অধিবেশন চলাকালীন এই ধরনের রেকর্ডিং এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তা ছড়িয়ে দেওয়া সদনকে অবমামনা করার সামিল। সমস্ত সদস্যদের তাই সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে।

১২ তারিখ রেল অবরোধের ডাক মুর্শিদাবাদ প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের

মুর্শিদাবাদ , ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জমির মালিকানা নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে থমকে রেললাইন তৈরির কাজ। কাজ শুরুর দাবিতে চলতি মাসের ১২ তারিখ রেল অবরোধের ডাক দিলেন মুর্শিদাবাদ প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন।

জঙ্গীপুর-সহ একাধিক স্টেশনে অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে। ফলে লালগোলা শাখায় ট্রেন চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। নসিপুর ব্রিজের উপর দিয়ে রেল লাইন তৈরির কাজ থমকে রয়েছে। কারণ, জমি মালিকের সংখ্যা নিয়ে টানাপোড়েন। তাই ১২ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন জঙ্গীপুর ---সহ কয়েকটি স্টেশনে রেল অবরোধের ডাক দিয়েছে।

অবরোধে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, লালগোলা শাখার কাশিমবাজার ও জিয়াগঞ্জের মাঝে নসিপুর। তার আগে একটি হল্ট স্টেশন থাকলেও তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিকে গঙ্গার উপর দিয়ে নসিপুর ব্রিজ তৈরি হলেও জমি জটের ফলে লাইন চালু হচ্ছে না। জানা গিয়েছে, ব্রিজের কাছে একটি জমির চারজন মালিক থাকলেও পরে তা বেড়ে ৭২ জন হয়। প্রথমে রেল জমির মালিকপক্ষের ১১ জনকে চাকরি দেয়। কিন্তু মালিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ে রেল।

যাত্রীদের দাবি, ব্রিজ লাইনটি লালাগোলা শাখার সঙ্গে যুক্ত হলে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দাদের কলকাতা আসতে আরও কম সময় লাগবে। বর্তমানে আজিমগঞ্জ—কাটোয়া— ব্যান্ডেল---নৈহাটি---শিয়ালদহ হয়ে কলকাতা আসতে তাদের যা সময় লাগে ব্রিজের উপর দিয়ে লাইন চালু হলে দেড় ঘণ্টা কম লাগবে। এদিকে যাত্রীদের দাবি কার্যকর না হওয়ায় রেল অবরোধ কর্মসূচি নিচ্ছে যাত্রী সমিতি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দীপ সিধু সম্পর্কে তথ্য দিলেই মিলবে ১ লক্ষ, পুরস্কার ঘোষণা দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ছিলেন পঞ্জাবি গায়ক ও অভিনেতা, এখন তিনি দিল্লি পুলিশের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায়। পঞ্জাবি গায়ক-অভিনেতা দীপ সিধু সম্পর্কে কোনও তথ্য দিতে পারলেই মিলবে ১ লক্ষ টাকা। পুরস্কার ঘোষণা করল দিল্লি পুলিশ। দীপ সিধু ছাড়াও যুগরাজ সিং, গুরজোত সিং এবং গুরজান্ত সিংয়ের সম্পর্কে খোঁজ দিলেও মিলবে ১ লক্ষ টাকা। বুধবার দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, দীপ সিধু, যুগরাজ সিং, গুরজোত সিং এবং গুরজান্ত সিংয়ের সম্পর্কে কোনও তথ্য দিলে অথবা গ্রেফতারে সহায়তা করলে তথ্যদাতাকে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। দীপ সিধু-সহ প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ২৬ জানুয়ারি দিল্লির প্রতিবাদী কৃষকদের ক্ষেপিয়ে তোলার অভিযোগ রয়েছে। ২৬ জানুয়ারির হিংসায় প্রত্যেকেই অভিযুক্ত। দিল্লি পুলিশ আরও জানিয়েছে, জজবীর সিং, বুটা সিং, সুখদেব সিং এবং ইকবাল সিং সম্পর্কে তথ্য দিতে পারলে তথ্যদাতাকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। প্রসঙ্গত, গত ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন দিল্লিতে দাপিয়ে বেরিয়েছিল কৃষকদের ট্র্যাক্টর। লালকেল্লায় উত্তোলন করা হয় কৃষকদের পতাকা। হিংসায় ৩০০-রও বেশি পুলিশ আহত হয়েছিলেন। ২৬ জানুয়ারির পর থেকেই প্রত্যেকে নিরুদ্দেশ।

শুরু কোভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ দেওয়া, ভ্যাকসিন নিলেন স্বাস্থ্য কর্তারা

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কোভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ দেওয়া শুরু হল। বুধবার থেকে কোভ্যাক্সিন দেওয়া শুরু হয়েছে এসএসকেএম, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল আর আরজিকরে। ২০জন করে বেনিফিসিয়ারিজকে দেওয়া হচ্ছে।

এসএসকেএমে এদিন ভ্যাকসিন নিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (এনএইচএম) ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ সৌমিত্র মোহন, রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্য ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের এএমডি স্মিতা সান্যাল শুক্লা সহ অন্য স্বাস্থ্য কর্তারা। তাঁদের প্রত্যেককে কোভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে।

কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন নিয়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া না থাকলেও কোভ্যাক্সিন নিয়ে প্রথমদিন থেকেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। খোদ দিল্লিতে স্বাস্থ্যকর্মীরা কোভ্যাকসিন নিতে অস্বীকার করেছিলেন। সেই ভয় কাটাতে এগিয়ে এলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তারা। কেননা রাজ্যে এখনও পর্যন্ত কোভিশিল্ডের পাশাপাশি প্রায় দেড় লক্ষ কোভ্যাকসিনের ডোজ এসেছে। এই ভ্যাকসিন নিতে যাতে কোনও দুশ্চিন্তা না থাকে সেই জন্যই স্বাস্থ্যকর্তাতা এগিয়ে এলেন বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণের কড়া জবাব দিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বুধবার হুগলির গুরাপের জনসভা থেকে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সবে খেলা শুরু হয়েছে খেলা এখনো বাকি আছে ।আমরা ভালো খেলতে পারি ।শাসক দল ভয় পেয়ে গেছে ।গলা কাঁপছে ।এত ব্যাক্তিগত কুরুচিকর আক্রমণ করার দরকার নেই। এদিন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দিনের পর দিন অন্য জনপ্রতিনিধিদের নিজের দলে যোগদান করিয়েছেন ।তারা তখন গদ্দার হয়নি ।তারা তখন মির্জফর হয়নি ।তখন বলেছে উন্নয়নের জন্য এসেছে। আমরা দেখছি যে কাজ হয়নি তা যদি বিজেপিতে গিয়ে করা যায় তাহলে মির্জাফর হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন আমি কোনওদিন কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিনি। এদিন তিনি বলেন, আলিপুরদুয়ারে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বন সহায়ক নিয়োগে দূনীতি হয়েছে তদন্ত হবে ।তার জীবাবে রাজীব বলেন বীরভূমের এক নেতা বলেছিলেন সব তার লোককে দিতে হবে ৮ অক্টবর ৯.৫৮ সেই মেসেজের কপি রয়েছে। মাননীয়াকে জানিয়ে দিতে চাই কোন নেতা মন্ত্রীরা কালিঘাট থেকে কোন সুপারিশ এসেছে। কেঁচো খুরতে কেউটে আপনি বের করছেন ।আলিপুদুয়ারের সভাপতির কাছ থেকে জেনে নিন সেও সুপারিশ করেছিল ।সব তথ্য আমার কাছে আছে। আপনি বন সহায়কের প্যানেল বাতিল করে দিন তাহলে দুধ কা দুধ পানি পানি কা পানি হয়ে যায় ।বিগত দিনে যে চুক্তি ভিত্তিক চাকরি হয়েছে এমনকি আমার পুরোনো দপ্তরের নিয়োগ নিয়ে কোথা থেকে সুপারিশ এসেছে ।যত চুক্তি ভিত্তিক চাকরি হয়েছে সব কটার তদন্ত হোক। আমি যদি মুখ খুলি তাহলে সমুদ্র নরে যেতে পারে ।শুধু বট গাছের পাতা পরবে না ।সমুদ্রের দু ঘটি জল যাবে না। রাজনীতি হল রাজার নীতি ।মানুষের জন্য কাজ করব বলে সব সময় চেষ্টা করেছিলাম। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিই নভেম্বরে বন সহায়ক পদে নিয়োগ হয়েছে ।তাহলে যদি দূর্নিতি করে থাকি তাহলে আমাকে কেন তারিয়ে দেননি ।আমি ছেড়ে দিয়েছি ।আমি সব ফোনে রেকর্ড করে রেখেছি ।কাকে দিয়ে ফোন করিয়েছেন দলে রাখার জন্য ।আমি ভাবছিলাম এত কিছু বলব না ।কিন্তু আপনি পেন্ডুলাম খুলেছেন শুনতে তো হবেই ।আলু সিন্ডিকেটের সঙ্গে কারা যুক্ত আছে ।চারিদিকে কিষান মান্ডি তৈরী হয়েছে ।কটা কাজ করছে জনগনের টাকা এই ভাবে নয়ছয় করছে। এখন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে বেরিয়ে পরেছে ।এটা ভাওতা কার্ড ।চলে যান হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে ।কোনো চিকিংসা পাবেন না। একটা শিল্প হয়নি ।বড় বড় শিল্প সম্মেলন করেছেন ।বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে বেকারদের চাকরি দেবে ।আমি শুভেন্দু প্রবীর দারা বিজেপিতে এসেছি ওখানে কাজ করতে পারছিলাম না ।কাঁধে মিলিয়ে লড়তে হবে তৃণমূলকে বিদায় দিতে হবে ।চলুন পাল্টাই।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন

ব্লাশ যদি ত্বক উপযোগী না হয় তাহলে তা চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট করে। ব্লাশ মেইকআপের এমন একটা অংশ যা চেহারার মলিনভাব দূর করে ও তাৎক্ষনিকভাবে তারুণ্য ফুটিয়ে তোলে। তাই ত্বকের ধরন বুঝে ব্লাশ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন করার উপায় সম্পর্কে জানানো হল। ফ্যাকাশে ত্বক: যাদের ত্বক ফ্যাকাশে সাদা তাদের জন্য পিচ ধর্মী ব্লাশ উপযোগী। কোমল আভা তৈরি করতে পাউডার-জাতীয় ব্লাশ ব্যবহার করা উচিত। হাইলাইটার ব্যবহার করতে না চাইলে শিমারযুক্ত ব্লাশ ব্যবহার করা ভালো। ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (গোলাপিভাব): এই ধরনের ত্বকে ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (জলপাইভাব): জলপাইভাব বর্ণে অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ বেশ চমৎকার লাগে। এটা মুহূর্তেই ত্বকে উজ্জ্বলভাব বাড়ায় ও ত্বকের রং আরও ফুটিয়ে তোলে।

প্রাকৃতিক বর্ণ (গোলাপি ও জলপাইভাব): এই ধরনের ত্বকে প্রায় যেকোনো রংয়ের ব্লাশ দেখতেই ভালো লাগে। কারণ এতে গোলাপি ও জলপাইভাব দুটাই রয়েছে। উজ্জ্বল রং যেমন গোলাপি ও অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। মাঝারি বর্ণ: বাদামি ধর্মী লালচে রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে ভালো মানায়। কোরাল বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকের জন্য মানানসই। গাঢ় বর্ণ: লাল ও পাম বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। গায়ের রং গাঢ় হওয়ায় ত্বকে গাঢ় রংয়ের ব্লাশ ব্যবহার দেখতে বেশি প্রাকৃতিক লাগে। বেরি ও ফিউশা বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে মানায় ভালো।চোখের কালিমা ও বলিরেখা দূর করার ঘরোয়া উপায়

হিম বাতাস থেকে ত্বক রক্ষার পন্থা

কালেভদ্রে মুখে শীতল হাওয়ার পরশ ভালো লাগলেও ত্বকের জন্য তা মোটেই ভালো নয়।

বিশেষ করে যারা দুই চাকার বাহন চালান তাদের জন্য এই বাতাস অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঠাণ্ডা লাগার প্রবল সম্ভাবনা তো আছেই। সঙ্গে আছে ত্বকের ক্ষতি। ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস হিউস্টন'য়ের ম্যাকগোভেন মেডিকাল স্কুল এবং বেইলর কলেজ অফ মেডিসিন'য়ের অধ্যাপক এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ত্বক বিশেষজ্ঞ রজনি কান্তা স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''প্রবহমান হিম শীতল বাতাসে সাইকেল কিংবা মোটরসাইকেল চালানো, পাহাড়ে চড়া, দৌঁড়ানো, হাঁটাহাঁটি ইত্যাদির সময় দেখা দিতে 'উইন্ড বার্ন।''

কী এই উইন্ড বার্ন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ত্বক বিশেষজ্ঞ মেলিসা পিলিয়াঙ্গ বলেন, ''ত্বকের বাহ্যিক অংশে বাতাসের কারণে হওয়া

ক্ষতিকে আমরা 'উইন্ড বার্ন' বলি। ত্বকের বাইরের অংশটি আসলে পুরো ত্বকের সুরক্ষা আস্তর হিসেবে কাজ করে। হিম শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসলে এই আস্তরে থাকা 'ফ্যাটি লিপিড' ক্ষয়ে যায়, ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।''

ডা. কান্তা বলেন, ''এই অবস্থায় ত্বকে লালচেভাব, স্পর্শকাতরতা, চামড়া ওঠা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। নাক ও গালের ত্বক সবচাইতে বেশি ক্ষতির শিকার হয় এই পরিস্থিতিতে।''

রোদে পোড়ার সঙ্গে এর তফাৎটা অনুভবে। রোদে পোড়া হয় গরম, ফোলাভাব অনুভূত হয়। অন্যদিকে হিম বাতাসে ত্বকে সুঁচ ফোটানো বা টানটান ভাব অনুভূত হয়। সুবিধার দিক হল হিম বাতাসের এই ক্ষতি নিজ থেকেই সেরে যায় কয়েক দিনের মধ্যেই। তবে কোষ পর্যায়ে হওয়া ক্ষতিটা থেকে যেতে পারে স্থায়ীভাবে। ক্ষতি এড়ানোর উপায় নিউ ইয়র্ক'য়ের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালের 'ডার্মাটোলজি' বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জশুয়া জেইকনার বলেন, ''শীতকালে ত্বকে যথাসম্ভব মৃদুমাত্রার সাবান বা অন্যান্য প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। 'এক্সফোলিয়েশন' কমিয়ে আনতে হবে অনেকটা, বন্ধ রাখতে পারলে ভালো, কারণ এতে ত্বক আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।এমন 'ময়েশ্চরাইজার' ব্যবহার করতে হবে যাতে আছে 'সেরামাইডস'। এটি ত্বকের কোষ পর্যায়ে সৃষ্টি হওয়া ফাটলগুলো পূরণ করে বাইরের সুরক্ষা আস্তরকে শক্তিশালী করবে।''

তিনি আরও বলেন, ''ভালোমানের 'পেট্রোলিয়াম' ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে ঠোঁটের জন্য। ত্বকের এই অংশের জৈবিক সুরক্ষা সবচাইতে কম। ফলে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। এই প্রসাধনী সবসময়ই হাতের কাছে থাকা উচিত।''

''শীতের 'সান প্রটেকশন' জরুরি। 'মিনারেল সানস্ক্রিন' ব্যবহার করতে পারেন। এতে থাকবে 'জিঙ্ক অক্সাইড' কিংবা 'টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড' যা ত্বকের জন্য অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানের তুলনায় কোমল'', বলেন জেইকনার।

ত্বকের ক্ষয় সারানোর উপায় ডা. জেইকনার বলেন, ''ভালোমানের একটি 'ময়েশ্চারাইজার' হবে আপনার পরম বন্ধু। ঘন ক্রিম বা মলম ত্বকের ক্ষয়পূরণ করবে। নারিকেল তেল কিংবা 'করোডিয়াল ওটমিল' সমৃদ্ধ প্রসাধনী ত্বকের অস্বস্তি দূর করতে বেশ উপকারী হবে। তবে যেকোনো নতুন প্রসাধনী ব্যবহারের আগে তা সামান্য ব্যবহার করে পরীক্ষা করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।'' ''গরম পানিতে গোসল আরামের হলেও তা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলতে হবে। গরম পানিতে লম্বা গোসল ত্বকের আর্দতা দূর করে।'' বলেন ডা. কান্তা। গা মুছেই শরীরের ময়েশ্চারাইজার মেখে নিতে হবে। হালকা ভেজা ত্বকের ময়েশ্চারাইজার মাখলে ত্বকের আর্দতা আটকে থাকে। ডা কান্তা আরও বলেন, ''নিয়মিত কোন প্রসাধনী ব্যবহার করছেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। 'অ্যান্টি-এইজিং ক্রিম' যাতে আছে 'রেটিনয়েড' কিংবা ব্রণের চিকিৎসার প্রসাধনী যাতে আছে 'বেনজয়েল পেরোক্সাইড' কিংবা 'স্যালিসাইলিক অ্যাসিড', এগুলো সবই ত্বকে অস্বস্তি বাড়াবে শীতকালে।''

চোখের চারপাশের কালচে দাগ হওয়ার কারণ

বয়স: 'ডার্ক সার্কেল' হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল বয়স। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চামড়া পাতলা হতে থাকে। আর একারণেই ত্বকের নিচের রক্তনালী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়।

চোখের ওপর চাপ বৃদ্ধি: 'স্ক্রিন টাইম' অর্থাৎ মোবাইল ও কম্পিউটারের স্ক্রিনে বেশি সময় কাটানো চোখের ওপর চাপ বাড়ায়। ফলে চোখের চারপাশের রক্তনালী বড় হয়ে ওঠে। আর কালোভাব দেখা দেয়।

পানি শূন্যতা: চোখের চারপাশের কালচেভাব সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হল পানি শূন্যতা। শরীরে পর্যাপ্ত পানির অভাবে ত্বক মলিন ও কালচে হয়ে পড়ে।

'ডার্ক সারকেল' দূর করার ঘরোয়া উপায়

ঠাণ্ডা চাপ: রক্তনালী বিস্তৃত হওয়ার কারণে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়। তাই, চোখে ঠাণ্ডা চাপ প্রয়োগ করা কালচেভাব দূর করতে সহায়তা করে।

শসা: শসা পাতলা করে কেটে নিন কিংবা মিহি কুচি করে রেফ্রিজারেইটরে ৪৫ থেকে ৫০

মিনিট রেখে ঠাণ্ডা করে নিন। ঠান্ডা শসা আক্রান্ত স্থানে রেখে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। দিনে দুবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। ভিটামিন ই ও কাঠ বাদামের তেল: সমপরিমাণ কাঠ বাদামের তেল ও ভিটামিন ই মিশিয়ে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখের চারপাশে 'ডার্ক সার্কেলে' মালিশ করুন। সকালে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত নিয়মিত ব্যবহার করুন।

টি ব্যাগ: দুটি টি ব্যাগ গরম পানিতে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। এরপর তা চোখের ওপরে রেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে কালচেভাব দূর হবে।

টমেটো: টমেটো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা চোখের চারপাশের রংয়ের ভারসাম্যহীনতা কমায়। এক চা-চামচ টমেটোর রসের সঙ্গে এক চা-চামচ লেবুর রস মিশিয়ে চোখের চারপাশে ব্যবহার করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত টমেটোর রস পান করা যেতে পারে। কাঠ বাদামের তেল ও লেবুর রস: এক চা-চামচ কাঠ বাদামের তেলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে চোখের নিচের অংশে ব্যবহার করুন। চার পাঁচ মিনিট এই মিশ্রণ মালিশ করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

রাশিয়ার টিকা '৯২ শতাংশ কার্যকর'

শুরুতে বিতর্কের মধ্যে থাকা রাশিয়ার স্পুৎনিক ভি টিকা কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে ৯২ শতাংশের মতো সুরক্ষা দিচ্ছে, যা এর তৃতীয় ধাপের পরীক্ষামূলক প্রয়োগে উঠে এসেছে। বিশ্বখ্যাত মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই টিকা নিরাপদ বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং এটা ভাইরাস আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি ও প্রাণহানি থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিতে সক্ষম। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই রাশিয়া টিকাটি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়ায় তা নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়েছিল। তবে এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্পুৎনিক ভি টিকার সুফল দেখা গেছে। ফাইজার, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা, মর্ডানা ও জনসেনের মতো পরীক্ষিত টিকার তালিকায় স্পুৎনিক ভি এখন যুক্ত হচ্ছে বলে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, যুক্তরাজ্যে উদ্ভাবিত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা এবং বেলজিয়ামে উৎপাদিত জনসেনের টিকার মতো একইভাবে কাজ করে স্পুৎনিক ভি। এটা তৈরিতে ঠাণ্ডার জন্য দায়ী একটি ভাইরাস ব্যবহার করা হয়েছে। মানবদেহের ক্ষতি করতে পারবে না এমন একটি রূপ দেওয়া হয় সেটিকে। এরপর করোনাভাইরাসের ক্ষুদ্র একটি অংশ তার মাধ্যমে মানবদেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

কোভিড-১৯: অক্সফোর্ড ও স্পুৎনিক টিকার মিলিত ট্রায়ালের ঘোষণা এইভাবে করোনাভাইরাসের জেনেটিক কোড শনাক্ত করে মানবদেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয় এবং একে পরাস্ত করা শিখে নেয়। বড় ধরনের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি ছাড়াই এটা হয়ে থাকে।

টিকা নেওয়ার পরে শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করা শুরু করে, বিশেষত করোনাভাইরাসকে লক্ষ্য করেই এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এর ফলে করোনাভাইরাস আক্রমণ করলে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায়।

রুশ এই টিকা ২ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। ফলে এটা পরিবহন ও সংরক্ষণ করাও সহজ। দ্বিতীয় ডোজ ভিন্ন স্পুৎনিক ভি টিকাও দুই ডোজ দিতে হলেও এর প্রথম ডোজের চেয়ে দ্বিতীয় ডোজে সামান্য তফাৎ রয়েছে। প্রথম ডোজের ২১ দিন পর দ্বিতীয় ডোজ দিতে হয়। দুই ডোজই করোনাভাইরাসের নির্দিষ্ট 'স্পাইক' নিষ্ক্রিয় করতে কাজ করে। তবে সেগুলোতে ব্যবহার করা হয় আলাদা 'ভেক্টর'- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস যেটা মানবদেহে করোনাভাইরাসের ওই 'স্পাইক' বয়ে নিয়ে যায়। এর পেছনে কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, দুটি আলাদা ফর্মুলা একই ভার্সন দুইবার ব্যবহারের চেয়ে বেশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি এবং দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দিতে পারে।

পরীক্ষায় কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পাশাপাশি এই টিকা নিরাপদ দেখা গেছে। টিকা গ্রহণকারীদের কারও গুরুতর কোনো পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। যে কোনো টিকারই কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে। এই টিকার যেসব পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা গেছে সেগুলো সাধারণত মৃদু। তার মধ্যে বাহুতে ব্যথা, ক্লান্তি বোধ এবং হালকা জ্বর জ্বর ভাব রয়েছে। টিকা গ্রহণকারীদের কেউ গুরুতর অসুস্থ বা কারও মৃত্যু হয়নি।

রাশিয়ার পাশাপাশি এই টিকা আর্জেন্টিনা, ফিলিস্তিন, ভেনেজুয়েলা, হাঙ্গেরি, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরানসহ কিছু দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ল্যানসেটের প্রতিবেদনের সঙ্গে এক মন্তব্যে অধ্যাপক ইয়ান জোনস ও পল্লী রয় বলেছেন, তড়িঘড়ি করা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতির জন্য স্পুৎনিক ভি টিকা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। ''তবে এখানে যে ফল প্রকাশ হয়েছে তা স্পষ্ট এবং টিকার বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতি প্রদর্শিত হয়েছে। অর্থাৎ আরেকটি টিকা এখন কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যুক্ত হতে পারে।'' এই টিকা সব বয়সীদের ক্ষেত্রে কার্যকর এবং প্রথম ডোজের পরেই কোভিড-১৯ এর তীব্রতা কমিয়ে দেওয়ার মতো বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তারা। টিকাটির সরবরাহ কম হলেও এই বিষয়গুলো আশাব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করেছেন তারা। গত অগাস্টে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে রাশিয়া তাদের তৈরি করোনাভাইরাসের টিকা ব্যবহারের অনুমতি দেয়। মস্কোর গামালিয়া ইনস্টিটিউটের তৈরি করা ওই টিকার নাম দেওয়া হয় স্নায়ুযুদ্ধকালে যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দিয়ে রাশিয়ার তৈরি করা মহাকাশ যান স্পুৎনিক-১ এর নামে। মানুষের ওপর দুই মাসেরও কম সময় পরীক্ষা চালানোর পর চূড়ান্ত পরীক্ষার আগেই ওই টিকার অনুমোদন দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

করোনাভাইরাসের অ্যান্টিবডি 'স্বল্পস্থায়ী': গবেষণা

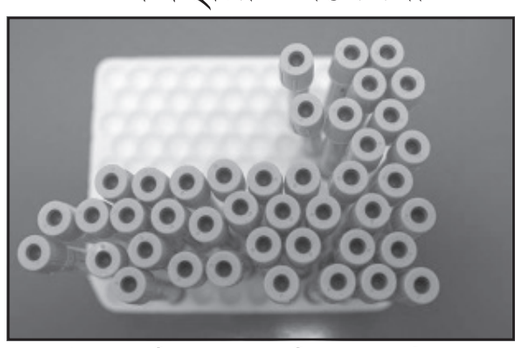

করোনাভাইরাস মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রশ্নটি বিজ্ঞানীদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভাইরাসে সংক্রমিত সবার শরীরেই কি অ্যান্টিবডি তৈরি হয়? আর যদি হয়ও, সেটি কত দিন স্থায়ী হয়?

নেচার মেডিসিনে গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় শরীরে তৈরি অ্যান্টিবডি বা প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন কেবল দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে; বিশেষত এমন ব্যক্তিদের মধ্যে, যারা আক্রান্ত হলেও কোনো উপসর্গ প্রকাশ পায়নি।এর মানে এই নয় যে এই মানুষগুলো দ্বিতীয়বারের মতো আক্রান্ত হতে পারেন। কারণ বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, স্বল্প মাত্রার শক্তিশালী অ্যান্টিবডি তৈরি হলেও তা ভবিষ্যতে সুরক্ষা দিতে পারে।আর অ্যান্টিবডি ছাড়াও ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় আছে 'টি সেল' ও 'বি সেল'।

ইইউতে অনুমোদন পেল অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের উপর অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড টিকা প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে ইইউ ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

অ্যাংলো-সুইডিশ কোম্পানিটি ইইউ দেশগুলোর এ জোটকে দেওয়া টিকা সরবরাহের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে কিনা এমন বিতণ্ডার মধ্যেই এ পদক্ষেপের খবর দিল বিবিসি।

চুক্তির লঙ্ঘন হয়েছে- এমনটা দেখানোর আশায় এই ওষুধ প্রস্তুতকারকের সঙ্গে হওয়া চুক্তি প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় কমিশন।

ইইউতে থাকা একটি কারখানায় সমস্যার কারণে টিকার সরবরাহ কমে যাবে বলে গত সপ্তাহে জানিয়েছিল অ্যাস্ট্রাজেনেকা।

ইউরোপীয়ান কমিশন প্রধান উরসুলা ভন ডার লিয়েন শুক্রবার জার্মান রেডিওকে বলেন, অগাস্টে সম্পাদিত ওই চুক্তির মধ্যে 'আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক আদেশ' ছিল।

হাতের চামড়ায় ভাঁজ? রয়েছে সহজ সমাধান

সাধারণ কিছু পন্থা অবলম্বনে ত্বকে ভাঁজ পড়া প্রতিরোধ করা না গেলেও কমানো যায়। মুখের মতো হাতের ত্বকও সৌন্দর্য প্রকাশে অবদান রাখে। বলিরেখা ও শুষ্কভাব হাতের সৌন্দর্য নষ্ট করে। তাছাড়া বয়সের কারণেও ত্বকে দেখা দেয় ভাঁজ। এই সমস্যা কমিয়ে রাখা যায় সাধারণ কিছু পন্থায়।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে হাতের ত্বক সুন্দর রাখার উপায় সম্পর্কে জানান হল। পর্যাপ্ত পানি পান: পানি পরম বন্ধু! পানি শূন্যতা ত্বককে শুষ্ক করে ফেলে ও হাতে বলিরেখা ফুটে ওঠে। তাই নিজেকে আর্দ রাখতে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। সানব্লক: অনেকেই কেবল মুখে সানব্লক ব্যবহার করেন। মনে রাখতে হবে মুখের মতো শরীরের অন্যান্য অংশ যা রোদে উন্মুক্ত থাকে তাতেও সানব্লক ব্যবহার করা দরকার। সাধারণত, মুখের মতো হাতও রোদে উন্মুক্ত থাকে। তাই বাইরে যাওয়ার ২০ মিনিট আগে এসপিএফ ৩০ সমৃদ্ধ সানব্লক ব্যবহার করা উচিত। আর প্রতি দুতিন ঘণ্টা পর পর তা পুনরায় ব্যবহার করতে হবে। সানব্লক ব্যবহারে অনেকের ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে 'ম্যাট ফিনিশিং' দেয় এমন সানব্লক বেছে নিতে হবে। অথবা সানব্লক ব্যবহারে পরে ত্বকে পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে, যেন তৈলাক্তভাব শুষে নেয়। মনে রাখা দরকার, আকাশ রোদেলা বা মেঘলা যেমনই থাকুকনা কেনো সানব্লকব্যবহার বাদ দেওয়া যাবে না। হাতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার: ত্বক ভালো রাখতে ময়েশ্চারাইজারের বিকল্প নেই। অনেকেই মনে করেন তৈলাক্ত ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তৈলাক্ত ত্বকে মৃদু ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরী। মিশ্র ত্বকে খুব বেশি শুষ্ক অংশে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

রাতে সঠিক পরিচর্যা: রাতে মুখের ত্বক যত্ন নেওয়া হলেও অনেকেই হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ান বিষয়টাকে অবহেলা করেন। রাতে 'হ্যান্ড ক্রিম' বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করা উপকারী। এটা সারা রাত ত্বকে থেকে শোষিত হয় ও আর্দতা ধরে রাখে। হাতের ক্রিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্লাইকোল অ্যাসিড বা হ্যালোরনিক অ্যাসিড আছে কিনা দেখে বেছে নিতে পারেন। স্যানিটাইজারের বদলে হাত ধোয়া: হাত পরিষ্কার রাখতে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা সহজ উপায়। তবে এটা হাত শুষ্ক করে ফেলে। তাই যদি সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটাই ব্যবহার করতে হবে। স্যানিটাইজার আর্দতা কেড়ে নিয়ে হাতকে শুষ্ক করে ফেলে। যে কারণে ত্বকে দেখা দিতে পারে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ। তাই হাত ধোয়ার পর অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

বলিরেখা দেখা দেওয়ার কারণ

বয়স ত্রিশের মাঝামাঝি বা এরপর থেকে চোখের নিচের বলিরেখা দৃশ্যমান হওয়া শুরু করে। বাইরে খুব বেশি সময় কাটানো হলে ত্রিশের আগেই তা ত্বকে ফুটে ওঠে। এই সমস্যা দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা নিরাপদ।

অতিবেগুনি রশ্মি: সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে বাঁচানোর জন্য কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া না হলে এই অংশের কোলাজেন হ্রাস পেতে থাকে। এরফলে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ দৃশ্যমান হয়। পরিবেশগত দূষণ বলিরেখা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ। ধূমপান: ত্বকে অতিরিক্ত জারণের ফলে কোলাজেন ভেঙে যায় ও স্থিতিস্থাপকতা হারায়। তাই বলিরেখা দেখা দেয়। ধূমপান রক্তনালীকে সংকুচিত করে ফেলে ও রক্ত সঞ্চালনে বাধা দেয়। ফলে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উচ্চ শর্করা গ্রহণ: উচ্চ শর্করা ধরনের নিম্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ত্বকে দ্রুত বলিরেখা ও বয়সের ছাপ ফেলে। তাই খাবার গ্রহণে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

বলিরেখা কমাতে

অ্যালো ভেরা: অ্যালো ভেরা প্রাকৃতিক আরামদায়ক উপাদান সমৃদ্ধ। ত্বকে পাঁচ মিনিট অ্যালো ভেরা মালিশ করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। গবেষণা থেকে দেখা যায় এটা বলিরেখা কমায়, কোলাজেন বাড়ায় ও ত্বককে আর্দ রাখতে সহায়তা করে। কলার মাস্ক: একটা কলার চারভাগের এক অংশ মিহি পেস্ট করে নিন। এটা ত্বকে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন ও পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কলাতে

আছে প্রাকৃতিক তেল ও ভিটামিন যা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়াত করে।

ডিমের সাদা অংশ: একটা পাত্রে ডিমের সাদা অংশ নিয়ে তা ফেটে নিন। এটা ত্বকের বলিরেখা কমাতে সহায়তা করে। ত্বকে ডিমের সাদা অংশ ব্যবহার করে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এটা কোলাজেন বাড়ায় ও বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে। তবে অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

ভিটামিন সি: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, এটা ত্বকে কোলাজেন সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। ত্বকে ভিটামিন সি সিরাম ব্যবহার বলিরেখা কমায়। এটা ত্বককে আর্দ রাখতে ও প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। হলুদ ও নারিকেল তেল: এক চিমটি হলুদ ও এক চামচ নারিকেল তেল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। মিশ্রণটি চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে ত্বকে কয়েক ফোঁটা কাঠ বাদামের তেল যোগ করতে পারেন। টক দই: আধা টেবিল-চামচ দইয়ের সঙ্গে গোলাপ জল ও মধু মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে মুখ ও চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

লাল মাটিয়া বিপণী বিতাণ উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে এলবমিন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ভারতের টিকা নিয়ে বাংলাদেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলোর প্রশ্নের প্রতিবাদ হিন্দু সংহতি-র

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বাংলাদেশে ভারতের পাঠানো করোনার টিকা নিয়ে মৌলবাদী সংগঠনগুলোর প্রশ্নের প্রতিবাদ জানালেন 'হিন্দু সংহতি'-র সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য।

বুধবার তিনি টুইটে লিখেছেন, "ভারতের বদান্যতায় জন্ম এই দেশের। তাও কেন 'কাফের দেশ' ভারত থেকে এলো 'জন্মনিরোধক বিষ', মুসলিম দেশ থেকে কেন নয় কোভিড ভ্যাকসিন ?"

এ ব্যাপারে 'সংহতি সংবাদ'-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধ যুক্ত করে দিয়েছেন দেবতনুবাবু। তাতে লিখেছেন, "ভারতের পাঠানো কোভিড ভ্যাকসিন এ নাকি আছে 'জন্মনিরোধক বিষ! হাস্যকর দাবি বাংলাদেশের জিহাদি সংগঠনগুলির। ভারতের পক্ষ থেকে 'বন্ধু' বাংলাদেশকে দেওয়া কোভিড ভ্যাকসিন দেয়ার ক্ষেত্রে তোড়জোড় করা হলেও, বিপদের বন্ধু ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তো দূরের কথা, এই নিয়ে মৌলবাদীদের ঘোর আপত্তি।

জামাত থেকে হুজি, সমস্ত জিহাদি ও চরমপন্থী সংগঠন ও তাদের সঙ্গী সাথীরা ভারত থেকে ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে জানাচ্ছে তীব্র আপত্তি। শুধু তাই নয়, এতে সামিল হয়েছেন জিহাদি মনস্ক সাধারণ মানুষও।কিন্তু কেন আপত্তি? আপত্তির কারণ বেশ কয়েকটি। তাদের দাবির পক্ষে হাস্যকর যুক্তি তুলে ধরেছে তারা

১. ভারতের মতো একটি 'কাফির ' দেশ থেকে কেনো নেওয়া হচ্ছে ভ্যাকসিন , অন্য কোন মুসলিম দেশ কি পাওয়া গেলোনা?

২. জামাত, হুজি সহ বিভিন্ন মৌলবাদী ও জিহাদি সংগঠনের বদ্ধমূল ধারণা, ভারতের পাঠানো ভ্যাকসিন আছে নির্বির্যকরণের গোপন ওষুধ, যা বাংলাদেশের মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। শুধু জিহাদি সংগঠন নয়, এখন বেশ কিছু সংখ্যক সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে ভেক্সিন সরবরাহ করার অছিলায় ভারত বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা কমানোর এক ঘৃণ্য চক্রান্ত করছে।

যদিও বাংলাদেশ সরকার এর তরফে ভারতের পাঠানো ভেক্সিনকে স্বাগত জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ২০ লাখ ভেক্সিন ভারত পাঠিয়েছে বাংলাদেশে। ভারতের তরফেও এই ধরণের অভিযোগ সরাসরি খারিজ করা হয়েছে।

ভারত বাংলাদেশকে ভেক্সিন দেওয়ার আগে, বাংলাদেশকে ভাক্সিন দেওয়ার প্রস্তাব দেয় 'সাম্প্রতিককালের বন্ধু' চিন। কিন্তু সেই ভাক্সিনের মূল্য ভারতের পাঠানো ভেক্সিনের চেয়ে অনেক বেশি হওয়াতে তা খারিজ করে দিয়ে ভারত থেকেই ভাক্সিন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ সরকার।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হাসপাতালে ছেলেকে ভর্তি করে অ্যাম্বুল্যান্সে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ব্যক্তির

গাজোল, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কলকাতার হাসপাতালে ছেলেকে ভর্তি করে অ্যাম্বুল্যান্সে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আব্দুল হালিম (৩৫)। বাড়ি রতুয়া থানা এলাকার কাঞ্চননগর গ্রামে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, যে অ্যাম্বুল্যান্সে আব্দুল হালিম ফিরছিলেন সেটি একটি ট্যাংকারের পেছনে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ ও স্থানীয়দের অনুমান, অ্যাম্বুল্যান্সের গতি অনেকটাই বেশি ছিল। যার জেরে সেটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। অ্যাম্বুল্যান্সের ভেতরে দীর্ঘক্ষণ পড়ে ছিল মৃতদেহ। পরে পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর সুযোগ বুঝে চম্পট দিয়েছেন অ্যাম্বুল্যান্স চালক। মৃতের আত্মীয় আব্দুল সফি জানান, সোমবার অ্যাম্বুল্যান্সে কলকাতা গিয়েছিলেন আব্দুল। ছেলেকে ভর্তি করে অ্যাম্বুলেন্সে চেপেই ফিরছিলেন তিনি। ভোরবেলা দুর্ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে ট্যাংকারের খোঁজে তল্লাশি চলছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অধ্যাপকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার বর্ধমানে, স্ত্রী পলাতক

বর্ধমান, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অধ্যাপকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বর্ধমানের কৃষ্ণপুর মেঘনাদ সাহাপল্লীর একটি বাড়িতে। মৃতের নাম আক্তার হোসেনুর রহমান (৪০)। তিনি বর্ধমান মহিলা কলেজের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার একডালি গ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবা রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ভূগোলের অধ্যাপকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। গত বছর হাজারিবাগের সুহানা পারভিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এরপর চাকরি সূত্রে সস্ত্রীক বর্ধমানে চলে আসেন। দীর্ঘদিন ধরে কৃষ্ণপুর মেঘনাদ সাহা পল্লীর একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

মৃতের পরিজনেরা জানিয়েছেন, এদিন ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ রহমানবাবুর স্ত্রী বাড়িতে ফোন করে বিষয়টি জানান। বলেন, বাথরুমে পড়ে গিয়ে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে রহমানবাবুর মা-বাবা অকুস্থলে আসেন। দরজা খুলে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যে দেহ পড়ে রয়েছে। গৃহবধূ নিখোঁজ। অভিযোগ, জিনিসপত্র নিয়ে উধাও হয়েছেন তিনি। মোবাইল ফোনও সুইচ অফ রয়েছে। বিষয়টি বর্ধমান থানায় জানানো হয়েছে। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক পিন্টু সাহা-সহ অন্য পুলিশ কর্মীরা। মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পিত ভাবেই খুন করে চম্পট দিয়েছে মৃতের স্ত্রী। তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ।

ট্র্যাক্টর মিছিলে হিংসা : তদন্তে হস্তক্ষেপ করতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গত ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজধানীতে হওয়া হিংসা নিয়ে তদন্তে হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট, বুধবার এমনটাই জানিয়ে দিয়েছে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবডের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন বেঞ্চের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আইন নিজের পথ নেবে, তাঁরা সেটিকে মেনে নিয়েছে। ফলে আলাদা করে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না বলে জানিয়েছে বেঞ্চ।

এদিন শুনানির শুরুতেই সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেছেন দিল্লি হিংসা নিয়ে, তাঁরা সেই কথার ভিত্তিতে চলবেন। তদন্ত যখন হচ্ছে, তখন চলুক, তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে না। সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষনের প্রেক্ষিতে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়, এটা দেখা দরকার যে একতরফা তদন্ত যেন না হয়। সুপ্রিম কোর্ট যদিও সেই কথায় তেমন গুরুত্ব দেয় নি। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, তদন্ত মানেই তো সব পক্ষকে শোনা হবে।

সিইও পদ ছাড়ছেন অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস

ওয়াশিংটন, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সিইও পদ ছাড়ছেন অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস। বছরের তৃতীয়ার্ধে সিইও পদ ছাড়বেন তিনি। সিইও-র দায়িত্ব সামলাবেন অ্যান্ডি জ্যাসি, যিনি এতদিন অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসের দায়িত্ব সামলেছেন। অ্যামাজনের কর্মীদের একটি চিঠিতে বেজোস বলেন, 'অ্যামাজন সঙ্গে যুক্ত থাকুন। আমি অবসর নিচ্ছি। তবে এই সংস্থার জন্য আমি অতিমাত্রায় প্যাশনেট। অ্যান্ডি কোম্পানির পুরোনো কর্মী। অনেক বছর ধরে তিনি কাজ করছেন। তিনি একজন দুর্দান্ত লিডার। তাঁর প্রতি আস্থা রয়েছে।' প্রসঙ্গত, ১৯৯৪ সালে অ্যামাজন প্রতিষ্ঠা করেন জেফ বেজোস। সেই সময়ে সাধারণ অনলাইন বই বিক্রেতা হিসেবে গ্যারেজে যাত্রা শুরু করা অ্যামাজন এখন অনলাইন রিটেইল জায়ান্ট খ্যাত প্রতিষ্ঠান। অ্যান্ডি জ্যাসি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৯৭ সালে মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে অ্যামাজনেই তাঁর চাকরিজীবন শুরু হয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

প্রত্যাহার করা হোক কৃষি আইন, সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ : আজাদ

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা গুলাম নবি আজাদ। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে রাজ্যসভায় এই অনুরোধ জানিয়ে গুলাম নবি আজাদ বলেছেন, "ফিরিয়ে নেওয়া হোক তিনটি কৃষি আইন, সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি। অনেকেই নিখোঁজ, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী কাছে অনুরোধ করছি এই বিষয়ে তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হোক।" প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে হওয়া হিংসার নিন্দা করে গুলাম নবি আজাদ বলেছেন, ২৬ জানুয়ারি হিংসাকে আমার দল তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে। লালকেল্লায় হিংসার ঘটনায় যাঁরা জড়িত তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। একই সময়ে আমি অনুরোধ করছি, নিরপরাধ কৃষক নেতাদের যেন মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো না হয়।"

প্রধানমন্ত্রীর হলদিয়ার অনুষ্ঠানে যাবেননা সাফ জানালেন দেব

কলকাতা,৩ ফ্রেবুয়ারি (হি . স.) : নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তেজনার শেষ নেই রাজনৈতিক দল গুলির অন্দরে। কিন্তু এরই মাঝে বিজেপি তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। জল্পনা ছড়িয়েছিল হলদিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একই মঞ্চে থাকবেন দেব ও শিশির অধিকারী। এই জল্পনার মাঝেই প্রধানমন্ত্রীর হলদিয়ার অনুষ্ঠানে যাবেননা তারকা সাংসদ দেব টুইট করে জল্পনা ওড়ালেন অভিনেতা। এদিন সৌমিত্র খাঁ জানান হলদিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একই মঞ্চে থাকবেন দেব এবং শিশির অধিকারী। এরপরেই টুইট করে সেই জল্পনায় জল ঢাললেন দেব। টুইট করে দেব লেখেন, " আপনার যাত্রা এবং সাফল্য দেখে আমার গর্ব হয়। আমন্ত্রণ পেয়েও আমি ওই অনুষ্ঠানে থাকতে যোগ দিতে পারছি না, তার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা, তবে আমরা আগে একই দলে থাকার সময় যে সুন্দর সময় কাটিয়েছি, তা আমি এখনও লালন করি। আপনার এবং আপনার দলের প্রতি আমার শুভকামনা রইল"। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

জল নয়, স্যানিটাইজার খেয়ে ফেললেন বিএমসি-র যুগ্ম পৌর কমিশনার

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জল খাওয়ার পরিবর্তে ভুল করে হ্যান্ড স্যানিটাইজার খেয়ে ফেললেন বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-এর যুগ্ম পৌর কমিশনার রমেশ পওয়ার। যেই মাত্র তিনি বুঝতে পারেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার খেয়ে ফেলেছেন, তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে সবকিছু বের করে ফেলেন। বুধবার মুম্বইয়ে বাজেট পেশের সময় এই ঘটনাটি ঘটেছে।

টেবিলে রাখা ছিল হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বোতল, দেখতে অবিকল জলের বোতলের মতো। ফলে বুঝতে না পেরে হ্যান্ড স্যানিটাইজার খেয়ে ফেলেন রমেশ পওয়ার, বুঝতে পারা মাত্রই মুখ থেকে তা বের করে ফেলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে বুধবার রমেশ পওয়ার জানিয়েছেন, আমি ভেবেছিলাম বাজেট পেশ করার আগে একটু জল খেয়ে নেওয়া ভালো। টেবিলে পাশাপাশি রাখা ছিল জল ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বোতল, দেখতে একইরকম। তাই এমনটা হয়েছে। মুখে দেওয়া মাত্রই ভুল বুঝতে পারি। তৎক্ষণাৎ মুখ ধুয়ে ফেলি।

আর কেউ গৃহবন্দী নেই, মূলস্রোতে ফিরেছে কাশ্মীর ও লাদাখ : কিশান রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অনুচ্ছেদ ৩৭০ প্রত্যাহারের পর থেকে মূলস্রোতে ফিরেছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ। পাশাপাশি মুক্তি দেওয়া হয়েছে ৪৩০ জনকে। গৃহবন্দীও নেই কেউ। বুধবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি। রেড্ডি জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ১ আগস্ট থেকে মোট ৬১৩ জন বিচ্ছিন্নতাবাদী, ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার এবং পাথর নিক্ষেপকারীদের আটক করা হয়েছিল। ৬১৩ জনের মধ্যে ৪৩০ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরে এই মুহূর্তে আর কেউ গৃহবন্দী নেই। রেড্ডি রাজ্যসভায় এদিন জানিয়েছেন, মূলস্রোতে ফিরেছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ। ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অধিকার এবং দেশের অন্যান্য প্রান্তের নাগরিকরা যে কেন্দ্রীয় আইন ও সুবিধা ভোগ করেন জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখেও তা উপলব্ধ। জেলা উন্নয়ন পর্ষদের নির্বাচনের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরে এখন তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লিখিত জবাবে রেড্ডি জানান, ২০১৯ সালের ১ আগস্ট থেকে বিভিন্ন সময়ে মোট ৬১৩ জন বিচ্ছিন্নতাবাদী, ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার এবং পাথর নিক্ষেপকারীদের আটক করা হয়েছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করার পর ৪৩০ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

হাই কোর্টে সিবিআই-এর এক্তিয়ার নিয়ে খারিজ লালার আবেদন

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আবেদনকারীর মূল আবেদন খারিজ হয়ে গেল আদালতের রায়ে। বুধবার রায় ঘোষণা করে আদালত জানিয়েছে, বৃহত্তর স্বার্থে রেলের জায়গায় তদন্ত করতে পারে সিবিআই। আবার একই সঙ্গে সেই রায় ধাক্কা দিল আবেদনকারীর বিপক্ষে থাকা কেন্দ্রীয় সংস্থাকেও। কার্যত নজীরবিহীন এমন ঘটনাটাই এদিন ঘটেছে কলকাতা হাইকোর্টে। সেখানে কয়লা পাচার নিয়ে সিবিআই তদন্তের এক্তিয়ারকে ঘিরে করা মামলায় এমনই রায় দিয়েছেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। আর এই রায়ের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। কয়লা কাণ্ডে লালার বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের তদন্ত করার এক্তিয়ারই নেই। কলকাতা হাই কোর্টে এমনই দাবি তুলছিলেন লালার আইনজীবী ফারুক রাজ্জাক। তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর খারিজ এবং সিবিআইয়ের তদন্তের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন লালা। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যর এজলাসে মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই এই দাবি তোলেন লালার আইনজীবী রাজ্জাক। দাবি করা হয়, কয়লা পাচার নিয়ে তদন্ত করার কোনও নির্দেশই কেন্দ্র সরকার বা রাজ্য সরকার সিবিআইয়ে দেয়নি। তাই এই তদন্ত করার কোনও এক্তিয়ারই নেই সিবিআইয়ের।

এদিন সেই মামলাতেই আদালত জানিয়ে দেয় সিবিআই কয়লা পাচার নিয়ে তদন্ত করতেই পারে। কিন্তু রেলের জমিতে কয়লা পাচার নিয়ে তদন্ত করতে হলে সিবিআইকে সেই তদন্ত করতে হবে রেলের আইন মেনে। রেলের জমির বাইরে গিয়ে তদন্ত করতে হলে নিতে হবে রাজ্য সরকারের অনুমতি। কোথাও তল্লাশি করতে হলে রাজ্য সরকারের অনুমতি তো নিতেই হবে, এমনকি রাজ্য পুলিশকে জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে নিয়েই সেই তল্লাশি করতে হবে।

এদিনের এই রায় লালার কাছে যতটা না অস্বস্তিদায়ক, সেরকমই অস্বস্তিদায়ক সিবিআইয়ের কাছে। কেননা এই রায়ের জেরে সিবিআই আর কতখানি কয়লাপাচার নিয়ে তদন্ত করতে পারবে বা এই ঘটনার তদন্তের জন্য কতখানি তল্লাশি চালাতে পারবে তা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কলকাতার সিবিআই কার্যালয় সূত্রে তাই জানা গিয়েছে হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে আগে হাইকোর্টেরই ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। যদি সেই আপিল মঞ্জুর না হয় তাহলে সিবিআই এই সংক্রান্ত মামলা দায়ের করবে সুপ্রিম কোর্টে।

এই রাজ্যে কয়লা ও গরু পাচার নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসংস্থা সিবিআই। সেই তদন্তে নেমেই সিবিআইয়ের হাতে উঠে আসে কয়লা পাচারের পিছনে থাকা অন্যতম মাথা অনুপ মাঝি বা লালার নাম। এরপরই লালার সন্ধানে নামে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। তাঁর খোঁজে নানা জায়গায় তল্লাশি করার পাশাপাশি তাঁর চেনাপরিচিত বেশ কিছু মানুষের বাড়ি ও অফিসেও তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিবিআই। কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান না পেয়ে শেষে তাঁরা লালার নামে লুক আউট নোটিস জারি করে। এই নোটিস ও তাঁর নামে দায়ের হওয়া এফআইআর তুলে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিল লালা। সেই মামলাতে সিবিআইয়ের এক্তিয়ার নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সাল পর্যন্ত যে কোনও বিষয়েই নিজে থেকে তদন্ত করতে পারত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। কিন্তু তারপর 'জেনারেল কনসেন্টে' ধার্য হয়। রাজ্যের কোনও সরকারি কর্তার বিরুদ্ধে এই ধরনের মামলার তদন্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু কয়লা ও গরুপাচারকাণ্ডে তদন্তে নেমে সিবিআই এই ধরনের অনুমতি রাজ্যের থেকে নেয়নি। আর তাকেই হাতিয়ার করে সিবিআই-এর বিরুদ্ধেই লালা মামলা দায়ের করেছিল কলকাতা হাইকোর্টে।

সওয়াল-জবাবে লালার আইনজীবী আরও দাবি করেন, নিছক অপরাধমূলক কাজকর্মে যুক্ত বলে মনে করলেই, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত করা যায় না। এক্ষেত্রে তদন্ত চালিয়ে যেতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনের সম্মতি প্রয়োজন। সিবিআইয়ের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ওয়াই জে দস্তুর পালটা বলেন, "কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী রেলের এলাকায় যদি কোনও অপরাধমূলক কাজকর্ম সংগঠিত হয়, সেক্ষেত্রে সিবিআই তদন্ত করতে পারে। ইসিএলের এলাকা থেকে বেআইনি কয়লা উত্তোলন এবং কয়লা পাচারের অভিযোগ রয়েছে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে।"

এদিন সেই মামলাতেই লালার আবেদন খারিজ করে দিলেও বিচারপতি সিবিআইয়ের সামনে যে রাস্তা রাখলেন তাতে এই তদন্ত নিয়েই এবার অস্বস্তিতে পড়ে গেল সিবিআই।

গুজরাতের কেউ বাংলা শাসন করবে না আলিপুরদুয়ারে সভা থেকে হুঙ্কার মমতার

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : উত্তরবঙ্গ সফরে বুধবার আলিপুরদুয়ারে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করেন তিনি।আমার কাছে মানুষের কোনও ভেদাভেদ নেই।' তাঁর হুঁশিয়ারি, ''গুজরাতের কেউ বাংলায় শাসন করবে না' ।মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'বিজেপিকে বিদায় দিন। এরা দেশ বেচে দেবে, বাচ্চা বেচে দেবে, ধর্ম বেচে দেবে, জাতপাতে ঝগড়া লাগিয়ে দেবে, এরা সবকিছু করতে পারে"। তাঁর দাবি, 'আদিবাসীদের জমি যাতে কেউ কেড়ে নিতে না পারে, তার জন্য আইন তৈরি করেছি। বাংলায় আপনারা অনেক ভালো আছেন, বাংলার বাইরে অসম ও ত্রিপুরাতে কী অত্যাচার হয় জিজ্ঞেস করুন।

বুধবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার তৃণমূল কর্মীরা এই সভায় যোগ দেন। গত লোকসভা ভোটে এই তিন জেলাতেই খারাপ ফল করে তৃণমূল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনুমান, বিধানসভা ভোটের আগে দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভা। এর আগে, গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা ভোটের আগে উত্তরবঙ্গ পুনর্দখলে মরিয়া তৃণমূল। লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের ৮টির মধ্যে ৭টি আসনই দখল করেছে বিজেপি। তৃণমূলের হাত খালি। লোকসভা ভোটের বিধানসভাভিত্তিক ফল অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে বিজেপির ৩৭টি তৃণমূল ১৩টি আসনে এগিয়ে এই প্রেক্ষাপটেই ফের উত্তরবঙ্গ সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেড়মাসের মধ্যে ফের উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কাল তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা রয়েছে। এর আগে গতকাল ফালাকাটার সভায় লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে গোহারা হারের কথা স্বীকার করে, এবার না ফেরানোর আর্জি জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৯-এর লোকসভা ভোটের ফলের নিরিখে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ১৬টি বিধানসভার মধ্যে ১৩টিতেই এগিয়ে বিজেপি। ৩টিতে তৃণমূল। এই পরিস্থিতিতে এদিন তৃণমূলনেত্রীর মূল লক্ষ্য ছিল আদিবাসীদের মন জয়। মমতা বলেন, আমি কেন্দ্রের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি, আদিবাসীদের সারনা-সারি ধর্মকে যেন স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটি তৈরি করেছি। রাজবংশী কামতাপুরী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছি। বীরসার জন্মদিনে ছুটি দিয়েছি। ফালাকাটা মিউনিসিপ্যালিটি ঘোষণা করেছি। ময়নাগুড়িতেও নতুন মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে। মঙ্গলবার ফালাকাটায় গণবিবাহের অনুষ্ঠানে পাত্র-পাত্রীদের হাতে তুলে দেন উপহার সামগ্রী। আলিপুরদুয়ারের ২৫ শতাংশ বাসিন্দা আদিবাসী সম্প্রদায়ের।

বিজেপিকে রথযাত্রার অনুমতি নিতে হবে স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে, জানালেন মুখ্যসচিব

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিধানসভা ভোটের আগে প্রচার তুঙ্গে তুলতে এবার রথযাত্রার আয়োজন করছে বিজেপি। এর পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে পরিবর্তন যাত্রা। রথযাত্রা কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে সোমবার মুখ্যসচিবকে চিঠি দেয় বিজেপি। সূত্রের খবর, মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, রথযাত্রার অনুমতি নিয়ে কথা বলতে হবে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে।

এরপর রথযাত্রা নিয়ে বুধবার বৈঠকে বসেন বিজেপির কলকাতার আঞ্চলিক নেতারা। দলীয় সূত্রের খবর, মুখ্যসচিবের তরফে চিঠি পাওয়ার পর প্রথমে জেলাশাসকদের থেকে অনুমতি চাওয়া হবে। পুলিশ আটকালে বাধা অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে শুরু হবে যাত্রা। এদিকে, বিজেপি যখন রথযাত্রার অনুমতি পেতে তোড়জোড় শুরু করেছে, তখন গেরুয়া শিবিরের রথযাত্রা বাতিলের দাবিতে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন এক আইনজীবী। আদালতে তাঁর দাবি, রথযাত্রা হলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। এ নিয়ে কটাক্ষ করে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয় ট্যুইট করে বলেছেন, দিদি কি ভয় পেয়েছেন ! ৬ ফেব্রুয়ারি, শনিবার নদিয়ার নবদ্বীপ থেকে এই রথযাত্রার উদ্বোধন করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। কিন্তু এই রথযাত্রার অনুমতি নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। রাজ্য সরকার অনুমতি দেয়নি। আইনশৃঙ্খলার অজুহাত তুলে হাইকোর্টে আবেদন করে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেও রথযাত্রার পরিকল্পনা করেছিল বিজেপি। কিন্তু, শেষমুহূর্তে তা ভেস্তে যায়। রথযাত্রায় রাজ্য প্রশাসনের অনুমতি মেলেনি।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ২০১

কলকাতা,৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : যত সময় বাড়ছে ততোই করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। এরই মাঝে গত কয়েকদিন ধরে করোনা গ্রাফ সস্তি দিলেও ফের চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত ২০১। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০১ জন। যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ০৫,৭০,৩৮০। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ১০,১৯৫। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ৩০৩। ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে মোট বাড়ি ফিরেছেন ০৫,৫৫,১৯০ জন। যার জেরে রাজ্যে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়াল ৯৭.৩০ শতাংশ। রাজ্যে ২৪ ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২১,৮১২ টি ।হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

বিজেপি বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে বুধবার দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

কোকরাঝাড়ে গোলাবারুদসহ উদ্ধার বহু অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার ছয়

কোকরাঝাড় (অসম), ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর সদর কোকরাঝাড়ে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে গোলাবারুদ সহ বহু অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র। এগুলির সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে ছয় ব্যক্তিকে।

বুধবার জেলা সদর পুলিশের জনৈক পদস্থ আধিকারিক জানান, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে জেলার গোসাঁইবাড়ি থানার সাব-ইনস্পেক্টর মিঠিন টায়েরর নেতৃত্বে নাছরাইবাড়ি গ্রামে পুলিশের এক দল অভিযান চালিয়েছিল। ওই অভিযানে এএস ১৬ এ ৪১৬৫ নম্বরের একটি স্করপিও গাড়িতে তালাশি চালিয়ে গোলাবারুদ সহ বহু মারণাস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

স্করপিও থেকে পাঁচটি একে ৫৬ সিরিজের রাইফেল, আটটি একে ৫৬ রাইফেলের ম্যাগাজিন, এইচকে ৩৩ ই একটি, এইকে ৩৩ ই-র একটি ম্যাগাজিন, ইউবিজিএল একটি, ইউজিবিএল শেল ১১টি, চিনে তৈরি হ্যান্ড গর্যানেড আটটি এবং ৩০০ রাউন্ড একে সিরিজের গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন পুলিশের অভিযানকারীরা।

এদিকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে পুলিশ ছয়জনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি স্করপিও গাড়ি, বিপি পুস, পাঁচটি সিম সহ মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, কম্বল, টুথব্রাশ ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গ্রেফতার যাদের করা হয়েছে তাদের যথাক্রমে পশ্চিম বিসমুরি গ্রামের বিজেন বসুমতারির ছেলে স্নমাঞ্জয় বসুমতারি ওরফে বুগলা (৩৫), কচুগাঁও থানার অন্তর্গত এক নম্বর মহেন্দ্রপুরের বাসিন্দা টবিন নার্জারির ছেলে রবিনাথ নার্জারি ওরফে গণ্ডা (২৫), জাওলিয়াপাড়া সের্গা বসুমতারির ছেলে পুঙ্কা বসুমতারি ওরফে লাংখু, দুই নম্বর পাখ্রিগুড়ির নগেন্দ্র বসুমতারির ছেলে মৌকটাং বসুমতারি ওরফে মামু, দতমা গোপালগাঁওয়ের মহেশ্বর মুশহারির ছেলে মণিপাল মুশাহারি (৩৪) এবং শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত তরাইবাড়ির ধারেন বসুমতারির ছেলে সোমকোর বসুমতারি (২৬)। পদস্থ পুলিশ আধিকারিক জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত ও পাচার সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট আইনের নির্দিষ্ট ধারায় গোসাঁইবাড়ি থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

করিমগঞ্জে সংখ্যালঘুদের বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক এবার মাইজগ্রামে শতাধিক জনতা পরেছেন গেরুয়া বসন

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ সব-কা বিশ্বাস এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের বরাক-ব্রহ্মপুত্র ও পাহাড়-সমতলের সমউন্নয়নের স্লোগানে অনুপ্রাণিত হয়ে করিমগঞ্জ জেলায় বিজেপি দলে যোগদানের হিড়িক পড়েছে। এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাসের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে গত প্রায় দু-মাসের মধ্যে উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে প্রায় হাজারের বেশি মানুষ গেরুয়া বসন পরিধান করেছেন। বিজেপিতে নাম লেখাতে উল্লেখযোগ্যভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষই এগিয়ে রয়েছেন। বিশেষ করে পুরুষদের তুলনায় সংখ্যালঘু মহিলাদেরই বিজেপির প্রতি ঝোঁকটা বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তিন তালাকের মতো নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস সংযোগ, জনধন যোজনা, অরুণোদয় প্রকল্পের অধীনে প্রতি মাসে ৮৩০ টাকা করে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পই যে মুসলিম মহিলাদের গেরুয়া দলের প্রতি আকর্ষিত করেছে তা তাঁদের কথাবার্তা থেকেই পরিষ্কার। বিজেপির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মাইজগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের শতাধিক লোক বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন।

এ উপলক্ষ্যে দলীয় উত্তর করিমগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি পাপলু দেবের পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন এআইডিসির চেয়ারম্যান তথা চারবারের প্রাক্তন বিধায়ক মিশনরঞ্জন দাস। তিনি বলেন, বিজেপি দলের ভিজন এবং মিশন হচ্ছে জাতপাতের ঊর্ধ ওঠে সমাজের সকল শ্রেণির জনগণের সার্বিক উন্নয়নে সমহারে কাজ করে যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পিছিয়ে পড়া সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। উন্নয়নের ফল্গুধারা অব্যাহত রাখতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলারও সর্বস্তরের জনতা পুনরায় বিজেপির হাতে শাসনভার তুলে দিতে বদ্ধপরিকর বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মিশন দাস।

মিশনরঞ্জন দাস বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির লক্ষ্য ১০০ প্লাস আসন। কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকার সাধারণ জনগণের জন্য যে-সব জনমুখি প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে এগুলোর সুযোগ-সুবিধা যাতে সকলে লাভ করতে পারেন, সেজন্য দলীয় কর্মীদের উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন মিশন দাস।

যোগদান অনুষ্ঠানে করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে তুলনা করেন। তিনি দীর্ঘদিন রাজ্যের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস করিমগঞ্জ জেলার সার্বিক উন্নয়নে কী কী উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং গত পাঁচ বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে বিজেপি সরকার করিমগঞ্জ জেলার উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা একবার পরখ করে নেওয়ার জন্য এদিনের সভায় উপস্থিত সকলের কাছে আহ্বান রাখেন। উত্তর করিমগঞ্জের কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের দশ বছরের কার্যকালের হিসাব শ্বেতপত্রের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য কংগ্রেস কর্মীদের আহ্বান জানান জেলা বিজেপি সভাপতি। এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন সরিষা-মহিশাসন মণ্ডল সভানেত্রী শান্তা চৌধুরী, বল্লভ ভট্টাচার্য, লাকিরানি দাস, জগদীশ ভট্টাচার্য, পরিমল রুদ্রপাল প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রীর হাতে মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন হবে কিনা, তা নিয়ে কিছুটা ধন্দে রয়েছেন মেট্রোকর্তারা

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আগামী রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন হবে কিনা, তা নিয়ে কিছুটা ধন্দে রয়েছেন মেট্রোকর্তারা। তবে, এ ব্যাপারে তাঁরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী যে ৭ তারিখ রাজ্যে আসছেন সেটা আগেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কথা হয়েছিল তিনি দিল্লি থেকে কলকাতায় এসে দমদম বিমানবন্দর থেকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে হলদিয়ায় যাবেন। সেখানে ভারত পেট্রোলিয়ামের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। এরপর কলকাতায় ফিরে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজোর দেওয়ার কথা ছিল তাঁর।

সেই সূচি কিছুটা হলেও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কেননা রবিবার হলদিয়ায় সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রকেরও একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন মোদী। সেই সঙ্গে রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছিল সেদিন হলদিয়ায় দলের জনসভায় যোগ দিয়ে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দলীয় প্রচার আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করে দিতে। সেই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আর তাতেই অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনের বিষয়টি।

জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ কলকাতা মেট্রো রেলের জন্য বাজেটে বড় অংকের অর্থবরাদ্দ না করলেও এই নিয়ে হস্তক্ষেপ করেন স্বয়ং মোদী। এরপরেই কলকাতার মেট্রো রেলের জন্য ১২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। এর মধ্যে ৫২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয় নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর হয়ে বারাসত পর্যন্ত মেট্রো রেল প্রকল্পের জন্য। ৩৫০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হয় জোকা-বি বা দি বাগ ও নিউগড়িয়া-বিমানবন্দর প্রকল্পের জন্য। একই সঙ্গে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এবার থেকে কলকাতার প্রতিটি মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজে নজর রাখবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।

কোন প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে সেই বিষয়টি দেখাভাল করবেন স্বয়ং মোদী। কাজ কোথায় কীরকম এগোচ্ছে সেটা দেখেই পরবর্তী অর্থবরাদ্দ করা হবে। উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই এবারে রেলের জন্য বরাদকৃত অর্থ থেকেই ১২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে কলকাতা মেট্রো রেলের জন্য। সূত্রের খবর, হলদিয়া থেকেই রিমোট কন্টোলের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পারেন মোদী। আর নাহলে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পরেই উদ্বোধন হবে এই মেট্রো প্রকল্পের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপির রথযাত্রার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আইনজীবী

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি স)। বিজেপির প্রস্তাবিত রথযাত্রার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী রমাপ্রসাদ মজুমদার।

৫টি রথ রাজ্যের সবকটি বিধানসভা কেন্দ্র ছুঁয়ে যাবে। ৬ তারিখ, শনিবার নবদ্বীপ থেকে রথযাত্রার উদ্বোধন করবেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। এর দু'দিন পর বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির উপস্থিতিতেই তারাপীঠ ও ঝাড়গ্রাম থেকে রওনা দেবে হবে আরও দুটি রথ।

১১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কোচবিহার থেকে রথযাত্রার উদ্বোধন করবেন। বিজেপি সূত্রে খবর কাকদ্বীপ থেকেও রথযাত্রার কথা রয়েছে।

এমন ৫ জায়গা থেকে রথযাত্রা বা পরিবর্তন যাত্রা হলে বড় গন্ডগোলের আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসন।

এর ভিত্তিতেই বুধবার রমাপ্রসাদ মজুমদার আদালতে আবেদনে বলেছেন, যেন এই রথযাত্রার অনুমতি না দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার শুনানির কথা রয়েছে।

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ কমিটি গঠন করা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গ ইউনিট গঠন করেছে। ওয়েস্টবেঙ্গল জার্নালিস্টস ইউনিয়নের আহ্বায়ক হয়েছেন কাজি গোলাম গিয়াস সিদ্দিকি এবং জয়েন্ট কনভেনার হয়েছেন সুমন গাঙ্গুলি। ইন্ডিয়ান নেশনাল জার্নালিস্টস ইউনিয়নের নেশনাল সেক্রেটারি প্রণব সরকার এই কমিটি গঠন করেছেন। তিনি ওয়েস্টবেঙ্গল জার্নালিস্টস ইউনিয়নের স্টেট ওবজারভার হিসিবে নিযুক্ত হয়েছেন।

সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। আগামী শনিবার ৬ ফেব্রুয়ারী ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে উপলক্ষে আদিত্য বিড়লা মেমোরিয়াল হাসপাতালের সহযোগিতায় আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আয়োজিত হবে স্ক্রীনিং ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে ব্রেস্ট, সার্ভিক্স ও ওরাল ক্যাভিটি স্ক্রীনিং করা হবে। যে সকল সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এই ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে চান তারা আগামীকালের মধ্যে প্রেসক্লাবে এসে নাম নথিভুক্ত করানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার।

সাংবাদিকদের জন্য অ্যাওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের পরিচালন কমিটির এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে এবছর অমিয় দেবরায় স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হবে গ্রামীণ সাংবাদিকতার উপর। পুরস্কারের সাথে নগদ অর্থ মূল্য পাঁচ হাজার টাকা। তাছাড়া প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবছর থেকে চালু হবে হিরন্ময় চক্রবর্তী লাইফটাইম এটিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও হিরন্ময় চক্রবর্তী ইয়ংগেস্ট জার্নালিস্টস অ্যাওয়ার্ড। প্রতিটি অ্যাওয়ার্ডের সাথে থাকবে নগদ অর্থ মূল্য দশ হাজার টাকা। আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বনদপ্তরের খামখেয়ালীপনায় নেশা কারবারীদের কব্জায় চলে যাচ্ছে বগাফা ইকোপার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বিগত বাম আমলে তৈরি বগাফা ইকোপার্ক বর্তমানে দপ্তরের খামখেয়ালীপনায় নেয়ার মৃগয়াক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে। শান্তির বাজর পৌর এলাকায় ছোট্ট শিশুদের বিনোদনের কোনোপ্রকার ব্যাবস্থানেই। যাও একটি ইকো পার্কছিলো তা বর্তমানে নেশাকারবারীদের দখলে এমনটাই অভিযোগ। পার্কের প্রবেশ পথে বড় আকারে লেখারয়েছে প্রবেশমূল্য ৬ টাকা কিন্তু পার্কে কর্মরত কর্মীদের সঙ্গে ও পার্কে আগত লোকজনদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় এই পার্কে প্রবেশমূল্য ১০ টাকা করে রাখাহয়। তাছাড়া পার্কে দেখারমতো কিছুইনেই। এই পার্কে বিগতদিনে বিনোদনের জন্য যেসকল সামগ্রীছিলো তা বর্তমানে ধ্বংসের পথে। এই পার্কের সবত্র ছরিয়ে রয়েছে নেশাসামগ্রীর বিভিন্ন জিনিষপত্র এমনটাই চিত্র লক্ষ্যকরাযায়। এই পার্কের উন্নয়ন নিয়ে পার্কে আগত লোকজনের বিগত দিনে পার্কে দায়িত্বে থাকা বীট অফিসার জোতিরময়, বগাফা বনদপ্তরের রেঞ্জার সুমন ভৌমিক ও বগাফা বনদপ্তরের এস ডি এফ ও জয়নাল্য আচার্য্যকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। লোকগুঞ্জনে শুনাযাচ্ছে এই তিন আধিকারিক পরোক্ষভাবে নেশাকারবারিদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যারফলে এই ইকোপার্ক নেশার মৃগয়াক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে। রেঞ্জ অফিসের ডীল ছোড়া দুরত্বে পার্কের মধ্যে নেশার রমরমা চলারফলে পার্কে দায়িত্বে থাকা অফিসার, রেঞ্জার ও এস ডি এফ ও এর কাজে সবদিকে ছি ছি বর উঠেছে। পার্কের কর্মরত কর্মী ও পার্কে আগত পর্যটকরা চাইছে এই পার্কটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলাহোক। যাতেকরে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী লোকজনদের ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের বিনোদনের জন্য পার্কটি ব্যাবহার করাযায়। এতেকরে দপ্তরের আয় বৃদ্ধীপাবে ও ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের বিনোদনহবে বলে আশাবেক্ত করছেন অভিজ্ঞ মহল।

সুপ্রিম কোর্ট

● প্রথম পাতার পর

বিচারপতি বলেন, "আমরা নিশ্চিত সরকার এব্যাপারে পদক্ষেপ করেছে, তদন্ত করছে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি বিবৃতিও আমরা দেখেছি। তাতে তিনি জানিয়েছেন, আইন তার কাজ করছে। তাই আমরা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না।"

বুধবার কৃষকদের পক্ষ নিয়ে করা একটি জনস্বার্থ মামলাও খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কৃষকদের যাতে প্রমাণ ছাড়া সন্ত্রাসবাদী বলে সংবাদমাধ্যমগুলিতে উল্লেখ না করা হয়, সে জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ চেয়ে মামলাটি করেছিলেন আইনজীবী মনোহরলাল শর্মা।

গ্রামোন্নয়নে

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য ষষ্ঠ স্থান দখল করেছে। ১৬টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরাও একটি রাজ্য যেখানে গ্রামীণ রাজমিসস্ত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং ৫৮ জন রাজমিস্ত্রীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এআইটিইউসি'র উদ্যোগে ন্যাশনাল প্রটেস্ট ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত মঞ্চ কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এবং জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ৩ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল প্রটেস্ট ডে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই অঙ্গ হিসেবে এ আই টি ইউ সি রাজ্য কমিটির উদ্যোগে বটতলা এলাকায় বুধবার বিক্ষোভ দেখানো হয়। রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণ না করা, বিদ্যুৎ আইন ২০২০ বাতিল করা, শ্রমিক বিরোধী কোড বাতিল করা সহ চার দফা দাবি তুলে ধরা হয় এদিন। সংগঠনের আহ্বায়ক মলীন দেববর্মা জানান কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি বিরুদ্ধে এ প্রতিবাদ। পাশাপাশি এদিন কালো লেবার কোড পুড়ে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় কর্মীরা।

চাইল্ড লাইনের

● প্রথম পাতার পর

লাইনের কাউন্সিলর সুতপা রায় জানান মেয়েটির ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শাড়ির আচল দিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যার উদ্যোগ নিয়েছিল। ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার ফলে তার সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সেখান থেকে নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে আগরতলা পূর্ব থানায় নিয়ে আসা হয়। চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলর জানান মেয়েটির বাপের বাড়ির সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। তারা মেয়েটিকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করেছে।তারা যদি নাবালিকা মেয়েটিকে বাড়িতে না নেয় তাহলে তাকে হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে আইন কানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল সত্য শাসক দলের নেতা মাতব্বররা কিভাবে একটি নাবালিকার বিয়ের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার নির্দেশ দিলেন তা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।সরকার এবং প্রশাসন যেখানে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও স্লোগান কে বাস্তবায়িত করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেখানে শাসক দলের নেতা মাতব্বররা নাবালিকা বিয়ে দেওয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা কতটা আইন সম্মত তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে।

আলোচনা

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক দলগুলি যদি কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে চায়, তাহলে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু এই ইস্যুকে নিয়ে রাজনীতি যাতে না করা হয়, সে ব্যাপারে সাফ জানিয়েছেন রাকেশ।

প্রসঙ্গত, তিন কৃষি আইনের প্রতিবাদে দিল্লি সীমানায় কৃষকদের আন্দোলন আরও জোরদার হচ্ছে। একাধিকবার সরকারের সঙ্গে কৃষক নেতাদের বৈঠকেও রফা মেলেনি। ইতিমধ্যে ১১ বার মোদী সরকারের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে মুখোমুখি হয়েছেন কৃষকরা। তিন কৃষি আইন বাতিল করতেই হবে, এ দাবিতে এখনও অনড় তাঁরা। তাঁদের ওই দাবির পরিবর্তে ১২-১৮ মাসের জন্য নয়া আইন স্থগিত রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল সরকার। কিন্তু, তা মানতে নারাজ দেশের অন্নদাতারা।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করবে। বুধবার সচিবালয়ে এডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে এবং আইন সচিব বিশ্বজিৎ পলিতের উপস্থিতিতে আইন মন্ত্রীর কক্ষে এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইন গঠনের জন্য আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে একটি বিল প্রবর্তনের জন্য ফাইলগুলি প্রক্রিয়া করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের বলেছেন আইনমন্ত্রী।

এ ছাড়া শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন যে অবিভক্ত উত্তর ত্রিপুরা জেলার মানুষ ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে আইন বিষয় চালু করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে। সুতরাং, কলেজের অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে একটি আইন বিষয়ও থাকবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

বিশালগড়ে

● প্রথম পাতার পর

আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এই চক্রের জড়িতদের নাম ও তার করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।শীঘ্রই গাঁজা পাচার চক্রের হদিশ মিলবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন বিশালগড় থানার ওসি।

উল্লেখ্য রাজ্যে উৎপাদিত গাঁজা প্যাকিং করে রেলপথে এবং সড়কপথে বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিয়ত পাচার করা হচ্ছে। গাঁজা প্যাকিং করার জন্য রীতিমতো যন্ত্রপাতিও রয়েছে গাজার পাচারকারীদের কাছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বিদ্যুৎ বিল

● প্রথম পাতার পর

এর ফলে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে বলে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।রেগা ,আইসিডিএস , স্কিল ডেভেলপমেন্ট ,কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ কমানো হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।সর্বোপরি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা , রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ,বীমা , বিমান সহ অন্যান্য ক্ষেত্র বেসরকারি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যে হয়েছে তাতে আর্থিক অবস্থা আরো দুর্বল হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেন।

ক্রীড়াঙ্গন

ইন্সটাগ্রামে ফলোয়ার ১ কোটি ৬০ লক্ষ! সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাল টিম ইন্ডিয়া

চেন্নাই।। আধুনিক জীবনে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ পন্থা হল সমাজমাধ্যম। আপনার মুঠোফোনে পর্যাপ্ত আন্তর্জাল (পড়ুন, ইন্টারনেট) থাকলেই বাঁকুড়া থেকে লস এঞ্জেলেস একেবারে হাতের মুঠোয়। আর সেই সৌজন্যে এবার রাতারাতি ফলোয়ার বাড়িয়ে ফেললো টিম ইন্ডিয়ার ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্ট। এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের ইন্সটাগ্রামের ফলোয়ার সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লক্ষ! গত বছরের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয়ের জন্য ফলোয়ারের সংখ্যা এক ধাপে অনেকটাই বেড়েছে। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি না থাকলেও অজিঙ্ক রাহানের অধিনায়কত্বে অজিদের বিরুদ্ধে জয় আদায় করেছে ভারতীয় দল। তাই ভক্তদের ভালবাসা বেড়েই চলেছে।

সমর্থকদের বিচারে সবচেয়ে পছন্দের ভারতীয় ক্রিকেটার হলেন ঋষভ পন্থ ও মহম্মদ সিরাজ। অজিদের বিরুদ্ধে এই দুই তরুণের জোরালো পারফরম্যান্সের জন্য দুই ম্যাচ উইনার ক্রিকেট প্রেমীদের একেবারে ড্রয়িংরুমে ঢুকে গিয়েছেন। তাই ইন্সটাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করে লেখা হয়েছে, "স্ট্রং ইন্সটা ফ্যামিলি। আপনাদের ভালবাসা ও সমর্থনের জন্য অনেক ধন্যবাদ।" তবে শুধু পুরুষদের দল নয়। মিতালি রাজ, ঝুলন গোস্বামী, হরমনপ্রীত কৌরদের মহিলা বাহিনী ছাড়াও অনূর্ধ্ব-১৯ দল বোর্ডের ইন্সটাগ্রামে জায়গা করে নিয়েছে।

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার টেস্টে সিরিজ খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া। এরপর রয়েছে ৫টি টি-২০ ও ৩টি একদিনের ম্যাচ। এই হাই ভোল্টেজ সিরিজ শুরু হওয়ার আগে অনুশীলনে নেমে পড়েছে 'মেন ইন ব্লু' ব্রিগেড। দলে যোগ দিয়েছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তাই আগামী কয়েক মাস যে 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম'এর ফলোয়ার আরও বাড়বে সেটা ধরেই নেওয়া যায়। এই মুহূর্তে ফলোয়ার সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লক্ষ। আগামী কয়েক মাসে সংখ্যাটা বাড়বে বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল।

বিরাটরা বিশ্বমানের, মেনে নিলেন ফ্যাব ফোরের এই সদস্য

ওয়েলিংটন।। টেস্ট ক্রিকেটে এই মুহূর্তে সেরা ব্যাটসম্যান তিনি। সেই কেন উইলিয়ামসন এক সাক্ষাৎকারে ফ্যাব ফোরের বাকি সদস্যদের বিশ্বমানের বলেন। কিউই অধিনায়কের নেতৃত্বে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে নিউজিল্যান্ড। ফ্যাব ফোরের অন্য কোনও এক সদস্যই ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ হবেন, যদিও সেই প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল উইলিয়ামসন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের জয় সম্পর্কে উইলিয়ামসন বলেন, "যে কোনও সময় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলা কঠিন। নিজেদের মাঠে আরও বেশি শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া। চোটের জন্য একাধিক ক্রিকেটার না থাকে সত্ত্বেও ভারতের এই জয় ঐতিহাসিক।" বিশ্ব ক্রিকেটে ফ্যাব ফোর বলা হয় উইলিয়ামসন, বিরাট, স্টিভ স্মিথ এবং জো রুটকে। উইলিয়ামসন বলেন, "বাকি ৩ জনই বিশ্বমানের। ওরা যে ভাবে ক্রিকেট খেলে তার থেকে আমি শিখি। এই ধরনের ক্রিকেটারদের থেকে অনেক কিছু সেখার আছে। ওরা ৩ জনেই আলাদা রকম ভাবে খেলে, ক্রিকেট খেলাটার এটাই আসল মজা।" করোনার জন্য বহু দিন বন্ধ থাকার পর ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছে বিশ্ব জুড়ে। জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে চলছে ক্রিকেট। উইলিয়ামসন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বুজিয়ে দিয়েছেন করোনা পর্বে তিনি নিজেকে আরও ভাল ভাবে তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, "এই গ্রীষ্মে দারুণ একটা টেস্ট মরসুম কাটালাম আমরা। এবার মন দিতে হবে সাদা বলের ক্রিকেটে। আইপিএল, টি২০, একদিনের ক্রিকেটের সিরিজ আসছে। নিজেদের তৈরি করতে হবে সেই দিকে তাকিয়েই।"

লক্ষ্য ইংল্যান্ড, বোঝাপড়া বাড়াতে ফুটভলি খেললেন কোহলি, পূজারারা

চেন্নাই।। নিভৃত বাস কাটিয়ে মঙ্গলবার অনুশীলন শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। প্রথম দিনের অনুশীলনে ফুটভলি খেলতে দেখা যায় রাহানে, কোহলিদের। ক্রিকেটারদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়াতে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ। বিসিআইয়ের টুইটারে এই অনুশীলনের ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। ভারতের স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং হেড কোচ নিক ওয়েব বলেন, "আমাদের লক্ষ্য ছিল ৬ দিন একঘরে নিভৃত বাসে থাকা ক্রিকেটারদের বের করা। গত ৩ দিন জিমের ট্রেডমিল ও বাইকেই সীমাবদ্ধ ছিল অনুশীলন। সেই কারণেই ওদের বের করা জরুরি ছিল।"

স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাই বলেন, "অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরা ক্রিকেটাররা ৩-৪ দিন মাত্র নিজেদের পরিবারের সঙ্গে কাটানোর সময় পেয়েছে। তাই আমরা ওদের চাপ দিতে চাইনি। শারীরিক ভাবে তৈরিও ছিলেন না ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত ৪টি টেস্ট, ৩টি ওয়ান ডে ও ৫টি টি২০ ম্যাচ খেলবে। প্রথম ২টি টেস্ট হবে চেন্নাইতে।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ টেস্ট হবে আমদাবাদে। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে টেস্ট সিরিজ। প্রথম টেস্টে দর্শকদের প্রবেশের অনুমুতি না থাকলেও দ্বিতীয় টেস্টে ৫০ শতাংশ দর্শক থাকতে পারবেন।

আইপিএলে রোহিতদের পর এবার স্টোকসরা ট্রায়ালে ডাকলেন ১৬ বছরের নাগা স্পিনারকে

মুম্বাই।। আইপিএলের নিলাম এখনও বাকি। তার আগে নাগাল্যান্ডের ১৬ বছরের স্পিনার ক্রিভিৎসো কেন্সেকে ট্রায়ালে ডেকেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। চলতি মরশুমে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দারুণ বল করেছে কেন্সে। তারই পুরস্কার হিসেবে রোহিত শর্মার দলে ট্রায়াল দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল কেন্সে। ট্রায়ালে ভাল পারফর্ম করতে পারলে তাকে দলে নিতে পারে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। শুধু তাই নয়, এবার রাজস্থান রয়্যালসও ট্রায়ালে ডেকেছে কেন্সেকে। সোমবারই কোহিমা থেকে বিমানে জয়পুর উড়ে যাওয়ার কথা। নাগাল্যান্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাম্মানিক সচিব হুনিলো আনিলো খিং সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে এই খবর জানিয়েছেন। একটি ভিডিয়োয় কেন্সের বোলিংয়ের কিছু মুহূর্তও তুলে ধরেছেন তিনি। নাগাল্যান্ডের হয়ে চার ম্যাচে সাত উইকেট নিয়েছে কেন্সে। ইকনমি রেট মাত্র ৫.৪৭। নাগাল্যানেড্র এক কিশোর লেগ-স্পিনার ইতিমধ্যেই হইচই ফেলে দিয়েছে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ২০-২৪ জানুয়ারি ট্রায়াল দিয়েছিল সে। তার ফল এখনও জানা যায়নি। রাজস্থানের হয়ে দু'দিনের ট্রায়াল রয়েছে। ডিমাপুরের গ্রাম সোভিমাতে জন্ম কেন্সের। ১৩ বছর বয়স থেকেই ক্রিকেট মাঠে যাতায়াত। মাত্র তিন বছরেই অভাবনীয় সাফল্যে খুশি পরিবার। ডিমাপুরের জেলায় স্কুল ক্রিকেট খেলে উঠে এসেছে কেন্সে। অনূর্ধ্ব-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট রয়েছে তার।

রাহানেদের কাছে অস্ট্রেলিয়ার পর্যুদস্ত হওয়ার কারণ স্যান্ডউইচ!

ব্রিসবেন।। ঘরের মাঠে ভারতের কাছে টেস্ট সিরিজ হারার পর থেকেই বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না ক্রিকেট আস্ট্রেলিয়ার। সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়া দলের কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারও। সূত্রের খবর, তিনি যেভাবে দল চালান তা একেবারেই পছন্দ নয় দলের কিছু ক্রিকেটারের। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ব্যাটসম্যান দলে খুঁটিনাটি বিষথয়ে নজর দেন, যা 'অত্যাধিক' বলে মনে করেন দলের অনেক ক্রিকেটার। তাঁর লাগাতার নির্দেশ ও হেড মাস্টার সুলভ আচরণে অতিষ্ঠ সকলেই। তবে খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর খারাপ সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি ল্যাঙ্গার। তবে গাব্বায় অনুষ্ঠিত টেস্ট ম্যাচের একটি ঘটনার পরামর্শ দেন ল্যাঙ্গার। তখন এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তুমি ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামছ। আমরা একটা টেস্ট জয়ের চেষ্টা করছি এবং আমাদের একজন খেলোয়াড়ের হাতে টোস্টেড স্যান্ডউইচ আছে।' সঙ্গে তিনি যোগ করেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি বিস্তারিতভাবে কথা বলেছি। এটা কি আমার বলা উচিত নয়?'

তাঁর দাবি, দল পরিচালনার ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয়ে নজরে রাখেন না তিনি। বারবার ক্রিকেটারদের বিরক্ত করার দাবিও খারিজ করেন ল্যাঙ্গার। যদিও তাঁর কোচিং নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন কোচ জন বুকানন ও প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক।

ফের করোনার ছায়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে, বাতিল হতে পারে সিরিজ

কলম্বো।। বুধবার শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে জানানো হয় কোচ মিকি আর্থার এবং ব্যাটসম্যান লাহিরু থিরিমানে করোনা আক্রান্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য তৈরি হচ্ছিল দল। মঙ্গলবার দলের কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, নেট বোলার মিলিয়ে ৩৬জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে আর্থার এবং থিরিমানের ফল পজিটিভ আসে। বোর্ডের তরফে জানানো হয়, সরকারে নিয়ম মেনে আর্থার এবং থিরিমানেকে নিভৃতবাসে রাখা হয়েছে। ২জন করোনা আক্রান্ত হওয়ায় পিছিয়ে যেতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ২টি টেস্ট, ৩টি একদিনের ম্যাচ এবং ৩টি টি২০ খেলার কথা শ্রীলঙ্কার। সেই সফর পিছিয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে বোর্ড। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ঘরের মাঠে ২-০ ব্যবধানে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। তাদের হারিয়ে ইংল্যান্ড দল এখন ভারত সফরে। বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ৪টি টেস্ট, ৫টি টি২০ এবং ৩টি একদিনের ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PNIT NO: 25/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2020-21, Dated- 29/01/2021.

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District,Tripura invites e-Tender from eligible bidders upto 3.00 PM of 12/02/2021 of 5 (Five) n,Ds. Materials Procurement Tender. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact- 8787494405. Any subsequent corrigendum will be available in th Website only.

ICA-C-3021/21

(Er. D. C. Jarnatia)
Executive Engineer
RD Amarpur Division

ABRIDGED NOTICE

Sri Nirmal Das, FG posted at 0/o. SDFO, Ambassa has been on unauthorized absence from Govt. duty w. e. f. 06.11.2010 to till date

In view of this Sri Nirmal Das, FG was given an opportunity to explain reasons for such unauthorized absence from Govt. duty within 10 (ten) days vide order No. F.19(738)/VIG/FOR-2010/29548-559, dated 19.10.2020. But no response has been received by this office till date.

Sri Nirmal Das, FG is given further an opportunity to explain the reason for such unauthorized absence from Govt. duty within 7(seven) days of publication in the newspaper otherwise it will be assumed that he is deemed to have resigned from the service.

SD/- (Dr. D. K. Sharma)
Principal Chief Conservator of Forests & HoFF
Tripura :: Agartala

ICA-D-1407/21

PNIeT NO- 135/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid Item rate e-tender PWD(FORM-8). The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.272/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	547500.00	19-02-2021
2	DNIe-T No. 325/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	620883.00	
3	DNIe-T No.326/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	620883.00	
4	DNIe-T No.327/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	620883.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-3015/21

বুধবার ব্যাঙ্গালুরুতে শুরু হয়েছে এয়ার শো। ছবি-পিআইবি।

৫ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটির স্টেডিয়ামে ২৯,৭০১ জন শিক্ষককে নিয়োগপত্র দেয়া হবে, জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে রাজ্যের সর্বকালীন বৃহৎসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে। জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বুধবার সকালে জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করে মন্ত্রী জানান, এদিন মোট ২৯, ৭০১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতে বিতরণ করা হবে নিয়োগপত্র। তবে নবনিযু শিক্ষক-শিক্ষিকারা ১২ বছর পর্যন্ত বদলির আবেদন করতে পারবেন না, যেখানে নিয়োজিত হবেন সেখানেই টানা বারো বছর শিক্ষকতা করতে হবে তাঁদের।

মন্ত্রীর দাবি, এই নিযুক্তি হবে অসমের শিক্ষা দফতরের এক সঙ্গে সর্ববৃহৎ শিক্ষক নিযুক্তি। তিনি জানান, শিক্ষক নিযুক্তি প্রক্রিয়ায় এদিন বিদ্যালয়ের প্রাদেশীকরণ এবং টেট পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাইকৃত শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ করা হবে। এছাড়া আজ বুধবার এবং আগামীকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে এই দুই ধরনের শিক্ষকের তালিকা বিভাগীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে বলেও জানান তিনি। সে অনুযায়ী আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি সকালেই নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে উপস্থিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি জানান, এবার রাজ্যের ১,৬৯৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২, ৭০০টি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়, ২৬৬টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৫২টি জুনিয়র কলেজ এবং ৩৩টি কলেজকে প্রাদেশীকরণ করা হয়েছে।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন করে ১৩, ২১৭ জন শিক্ষককে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১, ৩২৭ জন বিজ্ঞান এবং ২,৮৬৩ জন কলা বিভাগের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এছাড়া প্রাদেশীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোট ১৫,৪৬৪ জন শিক্ষকের নিয়োগ সম্ভব হবে, জানান শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, প্রাদেশীকরণের পর যে সকল শিক্ষক অতি কম দিনের জন্য চাকরি করার সুযোগ পাবেন, সেই সকল শিক্ষককে এনপিএস-এর বলে অবসরের সময় এককালীন দশ লক্ষ টাকা যাতে পান সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লাঠিটিলা পরিদর্শনে বিএসএফের এডিজি

পাথারকান্দি (অসম), ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ঝটিকা সফরে এসে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লাঠিটিলা এলাকা পরিদর্শন করে গেছেন বিএসএফ-এর এডিজি পঙ্কজকুমার সিংহ।

মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ নিজস্ব রেজিমেন্টের হেলিকপ্টারে পাথারকান্দির চাঁদখিরা খেলার মাঠে অবতরণ করেন এডিজি পঙ্কজকুমার। সেখান থেকে সোজা চলে যান লাঠটিলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। লাঠিটিলায় বিএসএফ ছাউনিতে কিছুক্ষণ বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে যান চাম্পাবাড়িতে উন্মুক্ত এলিফেন্ট করিডর পরিদর্শনে। এর পর সীমান্ত এলাকায় নির্মীয়মাণ স্মার্ট ফেন্সিঙের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর এডিজি পঙ্কজকুমার সিংহ।

লাঠিটিলা থেকে তিনি ফের হেলিকপ্টারে চলে যান করিমগঞ্জ। হেলিকপ্টারে বসেই করিমগঞ্জের ভারত-বাংলা সীমান্ত লাইন কুশিয়ারা নদীর উন্মুক্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এডিজি পঙ্কজকুমার সিংহ জানান, স্মার্ট ফেন্সিংঙের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। সীমান্তে বিচরণকারী অপরাধীদের ধরপাকড়ের জন্য এবার থেকে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর কাজে লাগাবে। কেননা, মানুষ থেকে কুকুরের শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি অনেক তীব্র। যার ফলে সীমান্ত এলাকার সংগঠিত বহু অপরাধ দমন করা আরও সহজ হবে বলেন, এডিজি পঙ্কজকুমার।

খাদ্যে বিষক্রিয়া, ডিফুতে মৃত্যু এক অসুস্থের সংখ্যা বেড়ে ১৭৫, ভরতি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে

ডিফু (অসম), ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কারবি আংলং জেলার ডিফুতে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়া একই ঘটনায় শিশু-মহিলা সহ অসুস্থের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৭৫। তাঁদের ডিফু মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে ভরতি করে চিকিৎসা চলছে। মৃত্যুবরণকারীকে জনৈক কাংবুরা বে বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল বহু দিগগজকে সঙ্গে নিয়ে ডিফু মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে এমবিবিএস পাঠ্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বনন্দ সনোয়াল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত জনতাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য প্যাকেটজাত খাবার বিতরণ করা হয়েছিল। ওই খাদ্য খাওয়ার পর নাকি বহুজনের দাস্ত, বমি শুরু হয়। কয়েকজনকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় ডিফু মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে। এখানে যথারীতি চিকিৎসা শুরু করে ডাক্তারের দল। কিন্তু আজ বুধবার সকালের দিকে কাংবুরা বে নামের চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তাররা জানিয়েছেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলেই তাঁরা অসুস্থ হয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রের আরও খবর, খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা আজ আরও বেড়েছে। শিশু ও মহিলা সহ মোট রোগীর সংখ্যা ১৭৫ জন হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে ৩০ জনকে সুস্থ বলে তাঁদের বাড়ি পাঠানো হয়েছে। এ মুহূর্তে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ১৪৫ জনের।

এদিকে আজ কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং ডিফু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসে খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অসুস্থদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন। এখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি জানান, চিকিৎসকরা আক্রান্ত রোগীদের উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করছেন। রোগাক্রান্তদের চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হচ্ছে। এছাড়া পরিষদের তরফ থেকে তাঁদের বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে কম্বল ইত্যাদি। তুলিরাম রাংহাং বলেন, গতকাল বিতরিত খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এতে কোনও গরমিল পাওয়া গেলে বা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বলেন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রংহাং।

মোদীকে সভামঞ্চ থেকে একহাত নিলেন মমতা

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের ট্রেন পাঠাতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। যাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত তাঁদের জন্য চার্টার্ড বিমান পাঠাচ্ছেন।'

বুধবার আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করেন তৃণমূলনেত্রী। সেখান থেকেই তৃণমূলনেত্রী বলেন, '১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ক্ষমতায় এসে কোনও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। আজ ব্যাঙ্ক, বিমা সব বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে। সব বিক্রি করে দিচ্ছে, তেলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে।'

বাজেটে বেসরকারিকরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়া নিয়েও কেন্দ্রকে নিশানা করেন তিনি। বাজেটে বাংলায় ৬৭৫ কিমি রাস্তার প্রস্তাব প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই বাংলায় ৮৫,০০০ কিলোমিটার রাস্তা করে দিয়েছি।'

তনি যোগ করেন, 'কৃষকরা ২ মাস ধরে রাস্তায় বসে আন্দোলন করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নেই। বিজেপি জমিদারের দল, গরিবের দল নয়।'

তৃণমূলনেত্রীর আহ্বান, 'বিজেপিকে বিদায় দিন, এরা দেশ বেচে দেবে। তিনি বলেন, 'দাঙ্গাবাজ, লুঠেরাবাজ বিজেপির জায়গা নেই। বাংলায় অনেক ভাল আছেন আদিবাসীরা। অসম, ত্রিপুরায় এনআরসি-র নামে অত্যাচার চলছে। এনপিআর বাংলায় আমরা করতে দেব না। আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলি।" বিজেপিকেও এদিন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'বিজেপি লোভ-ভোগে ভরে গেছে। বিজেপিকে বিদায় দিন, এরা দেশ বেচে দেবে। দাঙ্গাবাজ, লুঠেরাবাজ বিজেপির জায়গা নেই।'

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উদ্ধার ৩০টি পাইথন

কলকাতা,৩ ফ্রেব্রুয়ারি(হি. স.) : এবার খাস কলকাতায় শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উদ্ধার পাইথন। হাতে নাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার শিয়ালদহ রেল পুলিশের। বুধবার আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তদের হেফাজতে নেয় পুলিশ।

এদিন শিয়ালদহ রেল পুলিশের তরফে জানানো হয়,গতকাল খিদিরপুরের বাসিন্দা সুলতান নামে এক ব্যক্তি পাইথন গুলিকে পাচারের চেষ্টা করছিল। ওই ব্যক্তিকে সন্দেহ হওয়ায় তার ব্যাগ তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশিতে ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ৩৩টি পাইথন। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে অসম থেকে কলকাতায় পাচার করা হচ্ছিল সাপগুলিকে।ট্রেকিং ব্যাগে বালিশের খোলের মধ্যে দু'তিনটি করে এক একটিতে রেখে সাপগুলিকে।

ওরকম ভাবে রাখায় দমবন্ধ হয়ে মারা যায় তিনটি সাপ। ৩০টি জীবিত থাকায় সেগুলিকে আলিপুর চিড়িয়াখানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এরপরেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে।বুধবার আদালতের নির্দেশে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচার চক্রের সন্ধান শুরু করেছে রেল পুলিশ।

সভা চলাকালীনই মঞ্চ ভেঙে পড়লেন কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইত

চণ্ডিগড়, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : হরিয়ানার কৃষক মহাপঞ্চায়েত সভা চলাকালীনই মঞ্চ ভেঙে পড়ে গেলেন কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইত। এই সভায় বুধবার উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ। আচমকাই তিনি ও অন্য নেতারা মঞ্চ ভেঙে পড়ে যান। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। এদিন কান্দেলা গ্রামের মহাপঞ্চায়েতের স্টেডিয়ামে উপচে পড়েছিল ভিড়। প্রবল ভিড়ের মধ্যেই মঞ্চে ওঠেন রাকেশ। তারপরই ঘটে যায় বিড়ম্বনা। আচমকাই ভেঙে পড়ে মঞ্চ। জনতার মধ্যেও শোরগোল পড়ে যায়।

প্রসঙ্গত, দিল্লি সীমান্তে চলতে থাকা কৃষক আন্দোলনের সময় থেকেই হরিয়ানার গ্রামগুলিতে মহাপঞ্চায়েতের আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে কৃষি আইন ও তার ফলে কৃষকদের কী কী সমস্যা হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। হরিয়ানার পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশেও এই ধরনের মহাপঞ্চায়েতের আয়োজন করা হচ্ছে।

সিএএ নিয়ে এবার তোপ দাগলেন ব্রাত্য

কলকাতা,৩ ফেব্রুয়ারি (হি স): দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে একুশের নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক প্রস্তুতি তুঙ্গে। নিবার্চনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই বিজেপি তৃণমূল তরজা বাড়ছে। এরই মাঝে বুধবার তৃণমূল ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে সিএএ নিয়ে তোপ দাগেন তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসু।

সিএএ প্রসঙ্গে তুলে এদিন ব্রাত্য বসু বলেন, ''মতুয়া সম্প্রদায়কে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। বিভাজনের রাজনীতি চলছে। সিএএ নিয়ে কেন্দ্র কী করছে, আমরা জানতে চাই। মতুয়াদের জীবন নিয়ে কেন খেলা করছেন? মতুয়াদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করেছেন। নদিয়ায়, বাগদায়, হেলেঞ্চাতে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে। গুজরাটের সিলেবাসে মতুয়াদের জন্য কিছু নেই। তবে বাংলার পাঠ্যক্রমে মতুয়াদের জন্য সিলেবাস রাখা হয়েছে"।

নাম না করে মমতার আক্রমণের কড়া জবাব রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের

হুগলি, ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বুধবার হুগলির গুরাপের জনসভা থেকে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সবে খেলা শুরু হয়েছে খেলা এখনো বাকি আছে।আমরা ভালো খেলতে পারি।শাসক দল ভয় পেয়ে গেছে।গলা কাঁপছে।এত ব্যাক্তিগত কুরুচিকর আক্রমণ করার দরকার নেই।

এদিন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দিনের পর দিন অন্য জনপ্রতিনিধিদের নিজের দলে যোগদান করিয়েছেন।তারা তখন গদ্দার হয়নি।তারা তখন মির্জফর হয়নি।তখন বলেছে উন্নয়নের জন্য এসেছে। আমরা দেখছি যে কাজ হয়নি তা যদি বিজেপিতে গিয়ে করা যায় তাহলে মির্জাফর হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন আমি কোনওদিন কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিনি।

এদিন তিনি বলেন, আলিপুরদুয়ারে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বন সহায়ক নিয়োগে দূনীতি হয়েছে তদন্ত হবে।তার জীবাবে রাজীব বলেন বীরভূমের এক নেতা বলেছিলেন সব তার লোককে দিতে হবে ৮ অক্টবর ৯.৫৮ সেই মেসেজের কপি রয়েছে। মাননীয়াকে জানিয়ে দিতে চাই কোন নেতা মন্ত্রীরা কালিঘাট থেকে কোন সুপারিশ এসেছে। কেঁচো খুরতে কেউটে আপনি বের করছেন।আলিপু দুয়ারের সভাপতির কাছ থেকে জেনে নিন সেও সুপারিশ করেছিল।সব তথ্য আমার কাছে আছে। আপনি বন সহায়কের প্যানেল বাতিল করে দিন তাহলে দুধ কা দুধ পানি পানি কা পানি হয়ে যায়।বিগত দিনে যে চুক্তি ভিত্তিক চাকরি হয়েছে এমনকি আমার পুরোনো দপ্তরের নিয়োগ নিয়ে কোথা থেকে সুপারিশ এসেছে।যত চুক্তি ভিত্তিক চাকরি হয়েছে সব কটার তদন্ত হোক।

আমি যদি মুখ খুলি তাহলে সমুদ্র নরে যেতে পারে।শুধু বট গাছের পাতা পরবে না।সমুদ্রের দু ঘটি জল যাবে না। রাজনীতি হল রাজার নীতি।মানুষের জন্য কাজ করব বলে সব সময় চেষ্টা করেছিলাম। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিই নভেম্বরে বন সহায়ক পদে নিয়োগ হয়েছে।তাহলে যদি দুর্নিতি করে থাকি তাহলে আমাকে কেন তারিয়ে দেননি।আমি ছেড়ে দিয়েছি।আমি সব ফোনে রেকর্ড করে রেখেছি।কাকে দিয়ে ফোন করিয়েছেন দলে রাখার জন্য।আমি ভাবছিলাম এত কিছু বলব না।কিন্তু আপনি পেভুলাম খুলেছেন শুনতে তো হবেই।আলু সিন্ডিকেটের সঙ্গে কারা যুক্ত আছে।চারিদিকে কিষান মান্ডি তৈরী হয়েছে।কটা কাজ করছে জনগনের টাকা এই ভাবে নয়ছয় করছে।

এখন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে বেরিয়ে পরেছে।এটা ভাওতা কার্ড।চলে যান হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে।কোনো চিকিংসা পাবেন না। একটা শিল্প হয়নি।বড় বড় শিল্প সম্মেলন করেছেন।বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে বেকারদের চাকরি দেবে।

ভিক্ষাবৃত্তি বা আবেদন-নিবেদনে নয় অনুদান দিতে হলে বাঙালির স্বাভিমানকে স্বীকৃতি দিয়ে এগিয়ে আসুক সরকার

শিলচর (অসম), ৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভিক্ষাবৃত্তি বা আবেদন নিবেদনের নিরিখে নয়, অনুদান দিতে হলে বাঙালির স্বাভিমানকে স্বীকৃতি দিয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন বিডিএফ-এর উপদেষ্টা মণ্ডলির মুখ্য আহ্বায়ক তথা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড় তপোধীর ভট্টাচার্য।

সম্প্রতি অসম সরকার 'অসম ভাষা গৌরব ও প্রজ্ঞান ভারতী' প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের ২১টি ভাষিক গোষ্ঠীর সাহিত্য, সংস্কৃতি সংগঠনকে আর্থিক অনুদান দিয়েছে। এই অনুদানপ্রাপকের তালিকায় অসম সাহিত্য সভা থেকে শুরু করে বড়ো, ডিমাসা, রাভা, তিওয়া ইত্যাদি রাজ্যের প্রায় সমস্ত সাহিত্য সভা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও নাম নেই বরাক উপত্যকা তথা রাজ্যের কোনও বাঙালি সংগঠনের। এক রেকর্ডেড প্রেসবার্তায় এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড় তপোধীর ভট্টাচার্য।

অধ্যাপক তপোধীর বলেন, এই তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়ায় শাসকদলের স্থানীয় নেতা মন্ত্রীরা এ ব্যাপারে সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন। তা-ও সামনে নির্বাচন বলে। এর আগে কী করছিলেন তাঁরা? তিনি বলেন, এর আগেও বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনকে কোনও অনুদান দেওয়া হয়নি। এ-সব কি তাঁদের অজ্ঞাত ছিল? রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বরাকের প্রতিনিধিদের জানিয়েছেন, বরাকবঙ্গ আবেদন করেনি বলেই অনুদান দেওয়া হয়নি। এখনও আবেদন করলে তাঁরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবেন, ক্ষোভের সঙ্গে বলেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে বিডিএফ-এর উপদেষ্টা কমিটির মুখ্য আহ্বায়ক ভট্টাচার্য বলেন, এর আগে বিধানসভায় সহযোগী ভাষা বিতর্কের সময় শাসকদলের নেতা মন্ত্রীরা কিন্তু বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষতা নিয়ে মুখর ছিলেন। রাজ্যের ৯৩ লক্ষ মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, যাঁরা রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষিক গোষ্ঠী, অনুদান দেওয়ার সময় তাঁদের কথা সরকার পক্ষ ভুলে যায় কী করে, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বলেন, বাঙালি কোনও সংগঠন শুধু আবেদন করেনি, এই অজুহাত তুলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না, যাবেও না। এ-সব ইচ্ছাকৃত বৈষম্য। অন্তত গত পাঁচ দশক ধরে এই রাজ্যে যেভাবে বাঙালি বিদ্বেষের চাষ হচ্ছে তাতে এই সন্দেহ মোটেই অমূলক নয়।

ড় তপোধীর বলেন, বড়ো ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অথচ রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা সহযোগী ভাষা হিসেবে মান্যতা পায় না। জেলাশাসকের কাছ থেকে বার বার লিখিত আশ্বাস পাওয়ার পরও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে "ভাষা শহিদ স্টেশন" নামকরণ ঝুলিয়ে রাখা হয়। খোদ অর্থমন্ত্রীর নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির পরও বরাক উপত্যকার শূন্য পদে ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকা থেকে নিযুক্তি দেওয়া হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকায় বাঙালিদের মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বৈষম্যের এই তালিকার শেষ নেই। তাঁর বক্তব্য, এর পরও কি সরকার পক্ষের এ ধরনের অজুহাত বিশ্বাসযোগ্য?

তপোধীর ভট্টাচার্যের স্পষ্ট বক্তব্য, বাঙালি আবেদন নিবেদন বা ভিক্ষাবৃত্তি করে অনুদান পেতে মোটেই আগ্রহী নয়। নেতাজি সুভাষ, স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরসূরি এই জাতি স্বাভিমান নিয়ে বাঁচতে অভ্যস্ত এবং এই অনুদানের জন্য সরকারের দয়াভিক্ষা চায় না। যদি সত্যিই সরকার অনুদান দিতে আগ্রহী, তবে ভারতীয় সংবিধান দ্বারা গ্যারান্টিকৃত ভাষা-গণতন্ত্রের মৌলিক বিধি অনুযায়ী বাঙালির স্বাভিমানকে স্বীকৃতি দিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসুক। অন্যথা অনুদান ছাড়াও বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতি অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবে। তিনি বরাকবঙ্গ থেকে শুরু করে রাজ্যের সব বাঙালি সাহিত্য, সাংস্কৃতিক সংগঠনকে এই অবস্থানে সুদৃঢ়ভাবে স্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিজেপির প্রতাপগড় মন্ডলের উদ্যোগে দিব্যাঙ্গদের মধ্যে চলন সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতি মোহন দাস।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।